মাসিক পত্রিকা

চৈত্র, ১৩৮৬] [২৮ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা
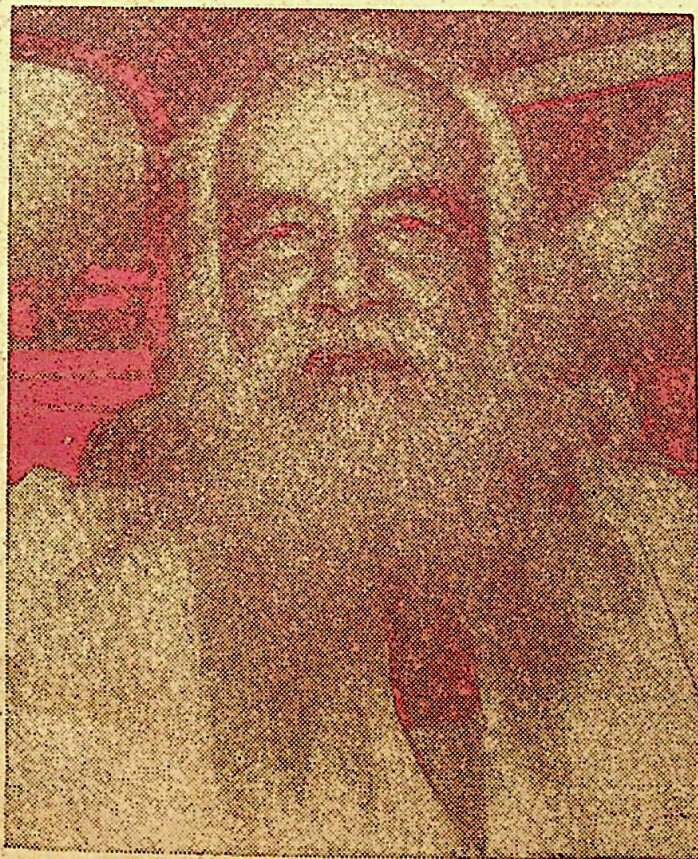
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সম্পাদিকা :—ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। সরল ব্রহ্মচর্য্য ১.০০
২। অসংযমের মূলোচ্ছেদ ১.০০
৩। জীবনের প্রথম প্রভাত ১.০০
৪। আদর্শ ছাত্রজীবন ১.০০
৫। আত্ম-গঠন ৩.৫০
৬। সংযম-সাধনা ৩.৫০
৭। দিনলিপি ১.২৫
৮। স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব ১.৫০
৯। প্রবুদ্ধ যৌবন ১.৫০
১০। কুমারীর পবিত্রতা (১ম হইতে ষষ্ঠ খণ্ড) প্রতিটি ১.০০
১১। নবযুগের নারী ২.০০
১২। গুরু (চতুর্থ সংস্করণ) ৭.০০
১৩। অখণ্ড-সংহিতা ১ম হইতে ২৪শ খণ্ড, ধর্ম্মার্থ শুল্ক প্রচ্ছদপট ৪এ দ্রষ্টব্য
১৪। মন্দির [গানের বই] ৫.০০
১৫। মূর্চ্ছনা [গানের বই] ৫.০০
১৬। মঙ্গল-মুরলী [গানের বই] ৫.০০
১৭। মধুমল্লার [গানের বই] ৫.০০
১৮। সমবেত উপাসনা ২.০০
১৯। নববর্ষের বাণী ৩.০০
২০। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য ৬.০
২১। বিবাহিতের জীবন-সাধনা ৬.০
২২। সধবার সংযম ৬.০
২৩। বিধবার জীবন-যজ্ঞ ২.০
২৪। কর্ম্মের পথে ২.০
২৫। কর্ম্ম-ভেরী ১.৫
২৬। আপনার জন ৬.০
২৭। পথের সাথী ২.০
২৮। পথের সন্ধান ৩.৫
২৯। পথের সঞ্চয় ১.৫
৩০। সাধন-পথে ২.০
৩১। ধ্রুতং প্রেম্না (১ম হইতে ৩৬শ খণ্ড) প্রতিটি ১.৫
৩২। বন-পাহাড়ের চিঠি [১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড] প্রতিটি ১.৫০
৩৩। শান্তির বারতা [১ম হইতে ৩য় খণ্ড] প্রতিটি ১.৫০
৩৪। সর্পাঘাতের চিকিৎসা ০.৫০
৩৫। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ২.০০
৩৬। সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ ৩.০০
৩৭। His Holy Words 0·50

হিন্দী অনুবাদঃ—১। কর্ম্মের পথে ১.৫০ ২। সংযম সাধনা ২.৫০ ৩। আত্মগঠন ২.০০ ৪। কুমারীর পবিত্রতা ১.০০ ৫। সরল ব্রহ্মচর্য্য ১.০০ ৬। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ২.০০

অর্ডারের সহিত সর্ব্বদা অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকব্যয় ভিঃ পিঃ করা হয়।

অযাচক আশ্রম, ডি৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট বারাণসী।

মাসিক পত্রিকা

১২শ সংখ্যা | চৈত্র, ১৩৮৬ | ২৮শ বর্ষ

মন্দার-মালা

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

(২৬)

মন বড় ব্যাকুলিত
নাহি প্রাণে শান্তি,
চুপ ক'রে বসে থাকি
তবু দেহে শ্রান্তি ॥

আকুল অধীর প্রাণে
যদি কোথা ছুটে যাই,
মিলে শুধু বিফলতা
কোনো শুভফল নাই,

মরুভূমি-সম দেখি
যে দিকে আঁখি ফিরাই।
জীবন বহন করা
অসহন ভ্রান্তি।

শুধু একটুকু আশা
তুমি মোরে ভোল নাই,
তব মধুমাখা নাম
সদাই স্মরণে পাই।
যেদিকে ফিরাই আঁখি
খনে খনে যেন দেখি
তোমার করুণা-মাখা
চরণের কান্তি।

(২৭)

তুমি আছ ব'লে আমি
আছি কোনো রকমে,
করুণা কত যে তব
দীনাদপি-অধমে।

তুমি যদি না থাকিতে
কার কাছে পাইতাম
তোমার মধুরতম
প্রিয় ওঙ্কার-নাম ?
শতরূপ পরিহরি'
তুমিই পরম-হরি,
পশিলে করিয়া জয়
হৃদি-মন-মরমে ।

তোমার পরশটুকু
যেন নাহি ভুলে যাই
স্মৃতির সুরভি-রূপে
দিবা-রাতি যেন পাই ।
দেহ-মন-প্রাণ যেন
বিচারবিহীন প্রেমে
তোমারি রাতুল ঐ
পদযুগে প্রণমে ।

(২৮)

ধার-দেনাতে নাকাল হ'য়ে আছি,
পরিশোধের পথ না পেলে
কেমন ক'রে বাঁচি ?

রাস্তা-ঘাটে চল্‌তে গেলে
পকেট-মারও সঙ্গে চলে,
অজান্তে হায় চালায় নিঠুর
বোচ্‌কা-কাটার কাঁচি ।

কেমন ক'রে চিন্‌ব হরি
কে বন্ধু সজ্জন,
কে আমারে রক্ষা করে
নিত্য অনুক্ষণ ?
বেদেই শুধু বুঝতে পারে
কেউটে সাপের হাঁচি ॥

(২৯)

তোর ভিতরে আমার প্রভু
নিত্য বিরাজ্‌মান,
তাই ত তোরে বাসি ভাল,
হৃদয় করি দান ॥

সকল জীবে দেখ্‌ব শিবে,
এই ত অভিলাষ ;
মিথ্যা মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে
পর্‌ব না ক' ফাঁস,—
নিত্যশিবের বন্দনাতে
সঁপ্‌ব মনঃ-প্রাণ ॥

তোরা আমার বন্ধু হ'য়ে
শিবের মূর্ত্তি ধর্,
চখের সকল মায়ার নেশা
কর্, বিদূরণ কর্,
কলির কলঙ্কিত প্রভাব
লভুক অবসান ॥

(৩০)

সত্য কারো কথার বাধ্য নয়,
নিরঙ্কুশ প্রতাপে চলে
নির্ভয়ে তার দিগ্বিজয় ॥
নির্ভয়ে সে করে জয়
বিঘ্ন-বাধা-সমুচ্চয়,
অসত্য অধর্ম্ম নাশি'
আনে সে মহাপ্রলয় ॥
ভুল যদি তুই
ক'রেই থাকিস কিছু,
সমগ্র জীবনটা জুড়ে
ছুটিস না তার পিছু,
সত্যরূপী মহাযজ্ঞ
দেখুক বিশ্ব সবিস্ময়।
উঠুক হেসে বিশ্বজুড়ে
পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় ॥

অখণ্ড-বাণী

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব]

[অখণ্ড-সংহিতা চতুর্থ খণ্ড হইতে সঙ্কলিত।
স্থান—কলিকাতা ও পুপুন্‌কী আশ্রম। তারিখ—২২শে
অগ্রহায়ণ হইতে ১২ই মাঘ, ১৩৩৬]

(৩২১)

তোমাদের উদারতা আছে, ভাবুকতা আছে, নাই সঙ্কল্পগত দৃঢ়তা আর সঙ্ঘবদ্ধতা। আগের দুটী গুণের সাথে যদি শেষের দুটী গুণ যুক্ত হয়, তাহ'লে তোমাদের সাহিত্য ভারতে যেমন অদ্বিতীয়, তোমাদের সমাজও তেমন ভারতে অদ্বিতীয় হ'তে পারে।

(৩২২)

আত্ম-কলহ-রত বাঙ্গালী দূরদূরান্তরে গিয়ে মানব-সেবার ব্রত নিয়ে বসুক, তার কলহ-নিপুণতা আপনি কমে যাবে। এতকাল বহু বাঙ্গালী বাংলার বাইরে গিয়ে বাস করেছেন সত্য, কিন্তু তা' হ'য়েছে প্রধানতঃ রুটীর খোঁজে। দেশে রুটী কম মিলে, তাই তোমরা প্রবাসে গিয়েছ; কিন্তু যে প্রবাসে গিয়েছ, তাকেই যদি স্বদেশ ব'লে গ্রহণ কর, বঙ্গদেশেরই একটা প্রবর্দ্ধিত অংশ ব'লে জ্ঞান কর এবং নিজ পুত্র-পৌত্রাদির জন্য রুটীর সংস্থানেই মাত্র কাল না কাটিয়ে প্রদেশ, জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বমানবের কুশলের পথ প্রশস্ত কর্ব্বার জন্যও যদি অকপটে শ্রম কর, তাহ'লে এরই ফলে তোমাদের সঙ্কল্পগত দৃঢ়তা ও সঙ্ঘবদ্ধতা এসে যাবে। বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি তোমার নিজের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন। অবাঙ্গালীর প্রদেশে

সেবাব্রত নিয়ে বিনীত পূজারীর বেশে অর্চ্চনার থালি সাজিয়ে যখন তুমি যাবে, তখন তুমি তোমার সোণার বাংলাকে এত ভাল ক'রে চিন্‌বে যে, এই আত্ম-পরিচয় থেকেই তোমার আত্মশ্রদ্ধা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জাগ্‌বে।

(৩২৩)

অবশ্য, বাঙ্গালীর আত্মশ্রদ্ধা বল্‌তে অ-বাঙ্গালীর প্রতি অশ্রদ্ধা বুঝো না। বাঙ্গালী যদি অন্য প্রদেশের লোককে নিজের চাইতে নিকৃষ্ট মনে করে, তাহ'লে সে ভুল কর্ব্বে, অপরাধ কর্ব্বে। অপরাধ এই জন্য যে, অপরকে নিকৃষ্ট ভাব্‌তে গেলেই সে পর হ'য়ে যায়। ভুল এই জন্যে যে, সে যদি ভিন্ন-প্রদেশ-বাসীর সদ্‌গুণগুলিকে পূজা কত্তে না শিখে, ভিন্ন-প্রদেশ-বাসীকেও প্রেম দিয়ে আপন ক'রে না নিতে পারে, তাহ'লে বৃহত্তর বাংলা ব'লে যে একটা কল্পনা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে জেগেছে, তা কখনই আর বাস্তব রূপ ধারণ কর্ব্বে না। তুমি নিজে গুজরাটি, মারাঠী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, আসামী কর্ম্মীর গুণগুলি আয়ত্ত কর্ব্বে, তবে ত' তারা তোমার কাছে আস্‌বে, তোমার মত হবে।

(৩২৪)

ভারতের নবজাগরণ-সম্পাদনের যে পবিত্র ভার বিধাতা বাঙ্গালীর স্কন্ধে ন্যস্ত করেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত সে দায়িত্ব বাঙ্গালী নিজ-স্কন্ধে রাখ্‌তে পারে নি। এই সেদিন রাজা রামমোহন রুদ্রকণ্ঠে যে ভৈরব রাগ গেয়ে গেলেন, তা শুধু বাঙ্গালীর ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে নয়, তা' জাগিয়েছে নিখিল ভারতকে। একদা ভারতের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন—"একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি,—

তিনি এক, নানা জনে নানা ভাবে তাঁর বিষয় বর্ণনা করে", কিন্তু খণ্ড সত্যে আত্মহারা জাতি সুদূর অতীতের সেই মহাঋক্ ভুল্‌তে ভুল্‌তে এ'সে যখন মতে-পথে কলহের লেঠেলী বিদ্যার অনুশীলন নিয়ে মাতামাতি কচ্ছিল, তখন দক্ষিণেশ্বরের মাতৃপূজক নব-যুগ-ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপলব্ধির মহাসমুদ্র মন্থন ক'রে মহামৃত আহরণ কর্লেন, আর অপক্ষপাত-চিত্তে দেবাসুরে সমভাবে বণ্টন ক'রে দিলেন যে,—"যত মত তত পথ।" তাঁর এই বাণীও শুধু বাঙ্গালীর জন্য নয়,—নিখিল ভারতবাসীর জন্য। বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যচর্চ্চা কর্‌লেন, উপন্যাস লিখ্‌লেন, প্রবন্ধ রচনা কর্‌লেন, একাধারে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমালোচনা, রসরচনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাহিত্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন-সমূহ প্রদর্শন কর্লে'ন, সমাজকে দিলেন আদর্শ, ব্যক্তিকে দিলেন ভাবুকতা, কিন্তু এখানেই তাঁর প্রতিভার অবদান শেষ হ'য়ে গেল না। লক্ষ লক্ষ বছর পরেও যে মহাবস্তু ভারত-সন্তানের জপ-মন্ত্র হ'য়ে থাকবে, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র রাজবেশ পরিহার ক'রে দীনতম "সন্তানে"র তপো-মনোবৃত্তি নিয়ে "আনন্দমঠে" দেশমাতৃকার পাদপীঠ-তলে নতজানু হ'য়ে সেই মাতৃবন্দনা গাইলেন,—"বন্দে মাতরম্", আর দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সে মহামন্ত্র অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, আবদুর রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, আনন্দমোহন, মনোরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন, হরদয়াল প্রভৃতি শত সহস্র সন্তানের কণ্ঠে ত্রিংশৎ-কোটি-হৃদয়-মন্থনকারী ঘনরোলে প্রতিধ্বনি তুল্‌ল। বঙ্কিমচন্দ্রের এ অক্ষয় অবদানও শুধু বাঙ্গালীর জন্যই নয়; নিখিল ভারতেরই জন্য। বাঙ্গলার বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রতীচীর উপরে প্রাচ্যের অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'লেন, ইহসুখ স্থূলসত্ত্ব পশ্চিমের

জড়বাদী মস্তিষ্কে অধ্যাত্ম-চেতনার বিদ্যুৎ-সঞ্চার কর্লে্ন, যুক্তির ঝটিকাবর্ত্তে আটলান্টিকের তীরে তীরে তুমুল আলোড়ন উত্থাপিত ক'রে বিজয়ীর বেশে স্বদেশে ফিরে এসে ভারতকে নূতন ক'রে উপনিষদীয় বাণী শুনালেন,—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" সে বজ্রবাণী শুধু বাঙ্গলাকেই জাগায় নি, সে বাণী সমগ্র ভারতকেই সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত করেছে, সমগ্র ভারতকেই নিজ মেরুদণ্ডের সবলতায় বিশ্বাস স্থাপন কত্তে প্রেরণা দিয়েছে। এই সেদিন এই বাংলাতেই সর্ব্বপ্রথম জাতীয়তার বেদীমূলে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক্ সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় আত্মচেতনা-উদ্বোধনের মহামন্ত্র উচ্চারণ কর্লে্ন, settle fact কে unsettled কর্লেন, ভাঙ্গা বাংলাকে জোড়া দিলেন, যা অসম্ভব, তাকে যে সম্ভব করা যায়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করলেন, আর আজ তা-ই কত বৈচিত্র্য নিয়ে কত নূতনত্ব ধ'রে দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছে। তিনি কর্লে্ন বীজ বপন, আর তা-ই শাখায়-প্রশাখায় পত্রে-পল্লবে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁরও বজ্রকণ্ঠ শুধু বাংলার স্বাধীনতার দাবীকে ঘোষণা করেনি, তাঁর চিন্তা ও চেষ্টা নিখিল ভারতেরই কুশল প্রার্থনা ক'রেছিল। বাঙ্গালী তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভিতর দিয়ে সকল সময়ে নিখিল ভারতের কুশল কামনা ক'রেছে, বাঙ্গালী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিংশৎ কোটি ভারত-বাসীর কথা ভেবেই 'বন্দে মাতরম্' লিখেছিলেন, বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্র-লাল নিখিল ভারতবাসীর পানে তাকিয়েই মেঘমন্দ্রে দীপক রাগে স্বাদেশিকতার সঙ্গীত শুরু ক'রেছিলেন। বাঙ্গালী মনীষীর দৃষ্টি সর্ব্বদাই সর্ব্ব-ভারতীয়, প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা তার সাহিত্যেও নেই, আচরণেও নেই।

(৩২৫)

ভারতের নবজাগরণ-সম্পাদনের পবিত্র দায়িত্ব ক্রমশঃ বাঙ্গালীর স্কন্ধ থেকে স'রে স'রে যাচ্ছে। ভারতের বাইরে যত দেশে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ভারতীয় অধ্যাপকদের সংখ্যা খতিয়ে দেখ্‌তে গেলে সুস্পষ্ট পাবে যে, তন্মধ্যে প্রতি ছয় জনে পাঁচ জন ক্ষুদ্র বাংলার সন্তান, একজন মাত্র বাকী বিশাল ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। মাড়োয়ারীরা যেমন প্রদেশ-মাত্রেই ধর্ম্মশালা স্থাপন ক'রে কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন, বাঙ্গালীও তার প্রতিভার যাদুদণ্ড-স্পর্শে ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে, জ্ঞানস্ফুরণে, শিক্ষার প্রসারে নিজ শক্তি ও কৃতিত্বকে প্রমাণিত ক'রেছে। কিন্তু তবু ক্রমশঃ বাঙ্গালীর হাত থেকে ভারত-সেবার নেতৃত্ব যেন খ'সে পড়ছে। কেন জানো? তোমাদের একটী দারুণ ভ্রান্তির দরুণ তোমরা তোমাদের তিনটী প্রতিবেশীকে পর হ'তে দিয়েছ। আসামে গিয়েছ, উড়িষ্যায় গিয়েছ, বিহারে গিয়েছ, কিন্তু এই তিনটী প্রদেশের ভাষার সঙ্গে তোমাদের মাতৃভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাদের ভাষাকে তোমাদের ভাষার আরো নিকট করার জন্যে কিম্বা তোমাদের ভাষাকে তাদের ভাষার আরো নিকট করার জন্যে কোনো চেষ্টা করনি। উড়িয়া, আসামী ও মৈথিল এই তিনটি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার নৈকট্য অতি অধিক। পুর্‌বিয়া হিন্দী ও পছ্‌মা হিন্দীর নৈকট্য তত অধিক নয়। দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, সারণ, ভাগলপুর এমন কি পাটনা জেলার পল্লীগ্রামের লোকের কথা কাণ পেতে শুনে দে'খো। মনে হবে, পূর্ব্ববঙ্গেরই কোনো জেলার গ্রাম্য কথা শুন্‌ছ। উড়িয়া, আসামী, মৈথিল ও বাংলা যে একে

প্রতি অপরে তৎসম ভাষা, এই সাংস্কৃতিক সত্যকে তোমরা জেনে শুনেও মর্য্যাদা দাও নি। টেকচাঁদের "হুতুম প্যাঁচার নকসা" থেকে সুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে", প্রমথ-নাথের "চারইয়ারী কথা" পর্য্যন্ত তোমরা কেবল চেষ্টা দেখেছ যে, লিখ্য ভাষার সিংহাসন থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়ে কল্‌কাতার অলি-গলির ভাষাকে বসিয়ে দেওয়া যায় কি না। কম প্রতিভা আর কম পরিশ্রম তাতে খরচ কর নি। বক্তৃতার ভাষা-রূপে যা আপনা আপনি নিজের স্থান ক'রে নিত, তাকে পদস্থ আর অপদস্থ করার জন্য ছোট বড় সবাই মিলে পঞ্চাশটি বছর বাংলা সাহিত্যের মেছো হাটে কাদা-ছোঁড়াছুড়ি করেছ। কিন্তু উড়িয়্যার কাছ থেকে কতটা নিয়ে তাকে কতটা দিতে পারা যায়, এবং দুই ভাষার ভিন্ন অস্তিত্ব লোপ ক'রে কি ভাবে একটা ভাষা করা যায়, তার চেষ্টা করনি। অসমীয়ার কাছ থেকে কতটা নিয়ে তাকে কতটা দিতে পারা যায় এবং দুই ভাষার ভিন্ন অস্তিত্বকে উভয় প্রদেশবাসীর প্রাণের প্রীতির মাঝখানে একটা শল্যের মত থাকতে না দিয়ে আলিঙ্গনকে প্রগাঢ় করা যায়, তার চেষ্টা দেখনি। মৈথিল কবির "ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী, সুজনক কুদিন দিন দুই চারি"কে অনায়াসে এনে নিজের মাতৃ-সাহিত্যের অঙ্কে বসিয়ে শ্রদ্ধার পূজা প্রদান ক'রেছ, অথচ মৈথিলিকে বঙ্গ-ভাষা থেকে নূতন ক'রে কতটা দিতে পারা যায়, আর বঙ্গ-ভাষাতে মৈথিলী-ভাষা থেকে নূতন ক'রে কতটা এনে হজম করা যায়, তার চেষ্টা কর নি। কল্‌কাতার কথ্য ভাষা আর বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের লিখ্য ভাষার মধ্যে অনর্থক একটা ফৌজদারী উপস্থিত ক'রে চুনোপুটি থেকে রাঘব-বোয়াল পর্য্যন্ত সবাই মিলে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকাগুলিকে লাঠালাঠির মাঠে পরিণত ক'রে

বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করেছ, কিন্তু কাজের কাজটীর কথা তোমাদের কারো মনে পড়েনি। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেই যে কার্য্যটী করা সঙ্গত ছিল, আজ পর্য্যন্ত সেই বিষয়টীতে তোমাদের কারো মনে একটা ক্ষীণ চিন্তার উদ্রেক পর্য্যন্ত হয় নি। এই প্রতিবেশীদের সাথে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তোমাদের এই যে অন্ধত্ব, তারই দরুণ বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যা, বাঙ্গালী-আসামী সমস্যা এবং খুব নিস্তেজ ভাবে হ'লেও বাঙ্গালী-উড়িয়া সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

(৩২৬)

রোগ নিরাময় কত্তে হ'লে রোগের মূল কারণকে খুঁজে বের কত্তে হয়। যদি প্রতিবেশী প্রদেশের লোকেরা তোমাদের চাকৃরী-নকৃরী দেখেই ঈর্ষ্যাকাতর হ'য়ে থাকে, তোমরা চাকৃরী-নকৃরীর দিক্ থেকে দৃষ্টি কমিয়ে ব্যবসায় ধর। তোমরা ব্যবসায় ধর্‌লেও যদি তাদের ঈর্ষ্যা আসে, তাদের দেশে গিয়ে কৃষি ধর। তোমরা কৃষিতে হাত দিলেও যদি তাদের ঈর্ষ্যা আসে, তাহ'লে অবশ্য তোমরা কাউকে খুসী করার জন্যই উপবাসী থাকৃতে পার না। তখন বরং চাকুরী, ব্যবসায় ও কৃষি সবই কর্ব্বে, কিন্তু চাকৃরী, ব্যবসায় বা কৃষিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য না ক'রে ঐগুলিকে জীব-সেবার উপলক্ষ্য কর। তোমার অধিকাংশ অর্জ্জন জীবের সেবায় ব্যয়িত হোক্, তোমার পুত্র ও কন্যা জীবের সেবার জন্য জীবন-গঠনের শিক্ষা লাভ করুক, তোমার আত্মীয়-বান্ধব প্রত্যেকেও কোনও না কোনও একটা জীবসেবা-মূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখ্‌তে বাধ্য হোক। যে জীব-সেবী নয়, তাকে বাঙ্গালী ব'লে স্বীকার কত্তে কুণ্ঠা বোধ ক'রো।

বিদ্যাসাগরের জাত, বিবেকানন্দের জাত শুধু নিজের জন্য জীবন ধারণ কত্তে পারে না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জাত, মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর জাত শুধু নিজের উদরের দিকে তাকিয়ে চল্‌তে পারে না। এদের জীবনের দৃষ্টান্তকে দেখ। বিদ্যাসাগর সর্ব্বস্ব পরকে দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ বিক্রি ক'রে ফেলে দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্ত্তত্রাণ-কার্য্য কত্তে চেয়েছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লক্ষ লক্ষ লোককে স্বোপার্জ্জিত অর্থ বিলিয়েছিলেন, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এক কোটি টাকার উপর শুধু শিক্ষা-বিস্তারের জন্যই দান করেছেন, অন্যান্য দান ত বলাই বাহুল্য। লোকে পৈতৃক সম্পত্তি উজাড় করে রেস খে'লে, জুয়াবাজি ক'রে, মদ খেয়ে আর মেয়ে মানুষের সথে,—ইনি বিপুল সম্পত্তি বল্‌তে গেলে বাতাসের সাথে মিশিয়ে দিলেন শুধু পরোপকারের জন্যে। যাঁদের চরিত্রে এঁদের চরিত্রের ছায়া আছে, মাত্র তাঁদেরই বাঙ্গালী ব'লে স্বীকার ক'রো। অপরেরা বাঙ্গালীর প্রেতাত্মা মাত্র। রায় বাহাদুর আর সি, আই, ই হ'য়ে বাংলার বাইরে শুধু বাঙ্গালীর প্রেতাত্মারাই বাস করুক, একথা কার কাম্য হ'তে পারে? গরীবের চালেই থাক আর নগণ্য হ'য়েই থাক, থাকো আদর্শ বাঙ্গালীর মত, বঙ্গমাতার প্রকৃত গৌরবের মত, তাস-পাশার আড্‌ডা জমিয়ে নয়, খাঁটি বাঙ্গালীর মত সেবাব্রত নিয়ে,—এই হচ্ছে কাম্য এবং এতেই হবে সকল প্রাদেশিকতার সম্যক্ প্রতীকার।

(৩২৭)

আজকাল রাষ্ট্র-ভাষা ব'লে একটা কথা ক্রমশঃ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হবার চেষ্টা কচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যে, যতক্ষণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না আস্‌ছে, ততক্ষণ রাষ্ট্র-ভাষা কথাটা

একটা কথার কথা মাত্র। আর কেউ কেউ যে মনে কচ্ছেন, হাটে বাজারে সওদা করবার পক্ষে যে ভাষা সকলের উপযোগী, তাই হবে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা, এ সম্বন্ধেও আমি খুব একটা সমর্থন শোনাতে পাচ্ছিনা। ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখন এক প্রদেশের উচ্চতম শাসন-প্রতিষ্ঠান অপর প্রদেশের উচ্চতম শাসন-প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেদের কোনও কূটনৈতিক জটিল বক্তব্য বল্‌বার সময়ে কোন্ ভাষার ব্যবহার কর্ব্বেন, তারই উপরে নির্ভর কর্ব্বে যে, ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা কি হবে। সেদিন এক প্রদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তাঁর বৈজ্ঞানিক নবাবিষ্কারকে অন্য প্রদেশের বিজ্ঞানীদের সমাজে সমাদৃত কর্ব্বার জন্য যে ভাষায় নিজের তথ্য প্রচার কর্ব্বেন, তা'রই উপরে নির্ভর করবে যে, ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা কি হবে। সেদিন এক প্রদেশের প্রজ্ঞানী তাঁর অভিনব দার্শনিক যুক্তি ও সিদ্ধান্ত-সমূহকে ভিন্ন প্রদেশের প্রজ্ঞানীদের নিকটে প্রচারিত কর্ব্বার জন্য যে ভাষার ব্যবহার কর্ব্বেন, তারই উপরে নির্ভর কর্ব্বে যে, ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা কি হবে। কয়েক জন বুদ্ধিমান্ লোক মিলে বাজার-চল্‌তি একটা ভাষার সৃষ্টি কর্ল্লেই তা দ্বারা রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতা সঞ্চিত হয় না। ভাষার ভিতরে শ্রেষ্ঠভাবকে বহন করার ক্ষমতা থাকা চাই, ভাষার ভিতর দিয়ে ভাসাভাসা যতখানি কথা বলা হয়েছে, শব্দের আভাস, দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা, অভিব্যক্তি ও প্রতিপ্রকাশ তার চেয়ে শতগুণ হওয়া চাই। মিল্‌টন বা শেক্‌সপীয়ারের কাব্য, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনজ্ঞান, স্যার আইজাক নিউটনের বিজ্ঞান যে ভাষার ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে, সেই ভাষাই ডিজরেলী, বার্ক বা গ্লাডষ্টোনের রাষ্ট্র-নীতির, তত্ত্ব বহনে সক্ষম হবে। বাজার-চল্‌তি ভাষার মধ্যে রাষ্ট্রভাষা

হবার সে যোগ্যতা কোথায় ? সুতরাং রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের দরুণ তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার কিছু আছে ব'লে আমি মনে করি না।

(৩২৮)

তোমাদের কর্ত্তব্য রয়েছে সুপ্রচুর। বাংলা বুলিকে "বলি" দেবার প্রয়োজন নেই, বাংলা বুলিকে "বলী" করা প্রয়োজন। প্রাকৃত ভাষা থেকে জন্ম নিয়েও বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে তার শতকরা সত্তরটী শব্দ গ্রহণ করেছে। এর ফলে সে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র-নিবহের সাথে একটা সহজ যোগ রক্ষা কত্তে সমর্থ হয়েছে। একটা বাঙ্গালীর ছেলে যত্ন থাকলে ছয় মাসে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার অর্জ্জন করে, আভাস, ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা, অভিব্যক্তি, প্রকাশ, বিকাশ,—এই এতগুলি প্রায় সমার্থবাচী শব্দের ভিতরে রসানুভূতিগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য কতটুকু, তা বুঝ্‌তে তার দুবছর লাগে না ভারতের আদি সাহিত্য সংস্কৃতে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সংস্কৃতে, মূল দর্শন-শাস্ত্রগুলি সংস্কৃতে,—তত্ত্ব এবং মতবাদের প্রচার-প্রসার সংস্কৃতে,—এই বিরাট সত্যকে বঙ্গভাষা অস্বীকার করে নি। যেই মাতৃক্রোড়ে ভারতীয় সভ্যতার বনিয়াদ গ্ঠিত হয়েছে, সেই মাতৃ-অঙ্গ থেকে বঙ্গভাষা দূরে স'রে যেতে সম্মত হয় নি। এটী বঙ্গভাষার এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় গিয়ে খুব ভালো বাংলায় কথা বল,—ভারতের সকল স্থানের সকল সাধু, মহান্ত, জ্ঞানী, পণ্ডিত, আচার্য্য ও উপদেষ্টারা তোমার ক্রিয়াপদগুলি বাদে আর সব কথাই বুঝতে পারবেন। যাঁরা ব'লে থাকেন যে, সংস্কৃত হচ্ছে মৃত ভাষা, তাঁরা অনেকেই খেয়াল ক'রে কখনো দেখেন নি যে, সংস্কৃত ভাষার মৃত্যু নেই, অমর দেবভাষা যুগের উপযোগী নবতর রূপধারণ ক'রে বঙ্গভাষা নাম নিয়েছেন। যাঁরা

বাংলা ভাষাকে আস্তাকুঁড়ের ভাষারূপে পরিগণিত কর্ব্বার চেষ্টা ক'রেছেন, তাঁদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের নিজেদের ভাষাই সংস্কৃতের কাছে অত্যধিক ঋণী হ'য়ে গেছে। প্রাকৃত বাংলা সংস্কৃতকে ভাব-ব্যঞ্জনার সহায়রূপে যেমন ভাবে অঙ্গীকার ক'রে বলীয়সী হয়েছে, তেমনি ক'রে সকল প্রদেশের সকল ভাষা থেকে শব্দ, ভঙ্গিমা, বাগ্‌ধারা গ্রহণ ক'রে আরও পুষ্টি, আরও কান্তি সঞ্চয় করুক। যখন প্রদেশে প্রদেশে অনর্থমূল ঈর্ষ্যার ঝঞ্ঝা আর বিদ্বেষের চিত্তদাহ চলেছে, তখন তোমরা ধীর চিত্তে নীলকণ্ঠ মহাদেবের ন্যায় সেই গরল জীর্ণ ক'রে যাও, আর সেবাবৃত্তির ভিতর দিয়ে বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন কর। উড়িয়া, আসামী, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, কোঙ্কণী, গাড়োয়ালী, সাঁওতালী প্রভৃতি গণ্য নগণ্য সকল সাহিত্য থেকে শব্দ চয়ন কর, বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য গ্রহণ কর। এতে বঙ্গভাষার যে অপরূপ শ্রী ও সম্পদ ফুটে উঠবে, তাই হবে তোমাদের বৃহত্তর বাংলার সত্যিকারের বনিয়াদ। ক্লাবঘর নয়, সঙ্গীত-শালা নয়, সাহিত্য-সভা নয়,—পন্থা হচ্ছে এইটী। ক্লাব প্রভৃতি কত্তে চাও, কর; কিন্তু সেগুলি গৌণ,—এইটীই মুখ্য; সেগুলি উপলক্ষ্য,—এইটীই লক্ষ্য।

(৩২৯)

আগেকার দিনে অর্থাৎ মধ্যযুগে ইয়ুরোপে সকল দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের প্রধান ভাষা ছিল ল্যাটিন। লেখা-পড়া জানে ব'লে পরিচয় দিতে হ'লেই লোককে ল্যাটিন শিখ্‌তে হ'ত। কিন্তু ক্রমশঃ ল্যাটিনের সে প্রভাব খর্ব্ব হ'ল। ইংরিজি, জার্ম্মেণ, ফরাসী প্রভৃতি বহু ভাষা নিজ নিজ বিশেষত্ব নিয়ে সাহিত্যি-কতায় মণ্ডিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ কর্ল্ল। প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠ কবি,

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক ল্যাটিনের ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ মাতৃ-ভাষার গৌরব ও গরিমা বর্দ্ধন কত্তে লাগ্‌লেন। ফল দাঁড়াল এই যে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সন্ধি-বিগ্রহাদি ঘট্‌লে তার দলিলপত্র ফরাসী ভাষায় লিখিত হ'তে লাগল, কিন্তু এক দেশের জ্ঞানীরা অপর দেশের জ্ঞানীদের কথা বুঝতে অক্ষম হ'তে লাগ্‌লেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক জার্ম্মান পুরোহিত, নাম তার, জোহান শ্লেয়ার (Schleyer) ভলাপুক (Volapuk) নামে এক সর্ব্বজনীন ভাষা সৃষ্টি কর্ল্লেন। শত শত লোকে সে ভাষা শিখতে আরম্ভ কর্ল্লেন এবং যখন মনে হতে লাগ্‌ল যে, সর্ব্বজাতির সর্ব্বসাধারণে এই ভাষাটীকে গ্রহণ কত্তে আর দেরী নেই, ঠিক সেই সময়ে "ভলাপুক" প্রচারকারী নেতাদের ভিতরে লেগে গেল মতানৈক্যের লড়াই। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে জল-বুদ্‌বুদের মত এ নূতন ভাষা শূন্যে মিলিয়ে গেল। ইতিমধ্যে রাশিয়ান এক চিকিৎসক, ডাক্তার জ্যামেন্‌হফ্‌ (Dr. Zamenhof) এস্‌পারেণ্টো নামে আর একটী সর্ব্বজনীন ভাষা প্রচার কচ্ছিলেন। ইয়োরোপের সবগুলি ভাষা থেকে তিনি বেছে বেছে এমন শব্দ ও ধ্বনি গ্রহণ কর্ল্লেন, যেগুলি সব ভাষাতেই সমান। প্রত্যেক ভাষার অসাম্য ও বৈচিত্র্যটুকু বাদ দিয়ে দিয়ে একটী সর্ব্ব-সামান্য ভাষার কাঠামো তিনি গ'ড়ে তুল্‌লেন। দেড় বছর বয়সের খুকীর মত কোন রকমে এ ভাষা ইয়ুরোপে চল্‌তে শুরু ক'রেছে। কিন্তু বঙ্গভাষাকে এ দুটী ভাষার একটীরও পন্থা অনুসরণ কর্ল্লে চল্‌বে না। 'ভলাপুক' যেমন ভোটের জোরে চল্‌ল, আর ভোটাভুটির মারামারি সুরু হ'তেই মর্‌ল, বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ তা হ'লে চল্‌বে না। এ ভাষা যেন কারো মুখপানে না তাকিয়ে চলে, কারো ভোটের উপরে যেন এর নিঃশ্বাস বা

প্রশ্বাস নির্ভর না করে, এর জীবন-মৃত্যু যেন এর নিজের হাতেই থাকে। আবার সকল ভাষার সামান্য শব্দগুলি চয়ন ক'রে নিয়ে বঙ্গভাষা নিজেকে সীমাবদ্ধও কত্তে পারে না। বঙ্গ-ভাষাকে বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ শব্দ চয়ন কত্তে হবে, কিন্তু নিজের একটী শব্দকেও সে পংক্তিভ্রষ্ট কর্ব্বে না। "খোশ-মেজাজী" আর "আমুদে" কি একই অর্থ প্রকাশ করে? "হামদর্দ্দী" আর "সহানুভূতি" কি একই অর্থ প্রকাশ করে? পুষ্টি-সঞ্চয়ের চেষ্টায় নেমে তোমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে যে, বাংলা একটী শব্দের তামিল প্রতিশব্দটী ঠিক্ সেই অর্থটুকুই প্রকাশ করে না, তার একটু পৃথক্ ব্যঞ্জনা আছে, অপর একটী বাংলা শব্দের গুজরাটী প্রতিশব্দটীও ঠিক্ সেই অর্থটুকুই প্রকাশ করে না, তারও একটু পৃথক্ ব্যঞ্জনা রয়েছে। ভারতীয় এক ভাষার শব্দের অপর ভাষার প্রতিশব্দ প্রকৃতই প্রতিশব্দ নয়, কতকটা অতিচাক্রিক (over-lapping)ও বটে। সুতরাং বঙ্গভাষার পরিপুষ্টির জন্তে সেই সকল সমার্থ-বাচক অতিচাক্রিক শব্দ তামিল, তেলেগু কানাড়ী, মারাঠি, গুরুমুখী, সিন্ধি প্রভৃতি সব ভাষা থেকেই, যতটা হজম ক'রে ক'রে নেওয়া যায়, নিতেই হবে। বাজার-সওদা খরিদের তাগিদে নয়, উন্নততর ভাব এবং মহত্তর অর্থ প্রকাশের তাগিদে, সাহিত্যের ভিতরে নবতর চিন্তা-সম্পদের সংযোজনার তাগিদে এ কাজ কত্তে হবে।

(৬৩০)

ভারতের প্রায় সব ভাষারই আকর-ভাষা সংস্কৃত। প্রায় সব সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠ প্রেরণাগুলি এসেছে সংস্কৃত থেকে। প্রাচীন আর্য্য-জাতির ব্রহ্মানুভূতি একটী একটী ক'রে জাতিগোষ্ঠীকে আপন ক'রে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটী একটী প্রাগার্য্য সাহিত্য ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষা

থেকে তাদের প্রাণরস আহরণের চেষ্টা করেছে। এর ফলে ভারতের প্রায় অধিকাংশ ভাষার মধ্যে মিল ও সমন্বয়-সাধনের পক্ষে গোড়া থেকেই সংস্কৃত ভাষা মহান্ সেতুর তুল্য হয়ে আছে। তাই, যে-কোনও প্রান্তীয় সাহিত্যের সহিত নিজ নৈকট্য সম্পাদনের চেষ্টায় ভারতের সব ভাষাই সফলতা আহরণ কর্ব্বে তখন, যখন সংস্কৃতের প্রতি তাদের অবাধ, সহজ ও স্বচ্ছন্দ বাহুপ্রসার। মোটকথা, সংস্কৃত ভাষা এর ফলে ভবিষ্যতে কখনও সমগ্র ভারতের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের ভাবের আদান-প্রদানের সর্ব্বজনীন মাধ্যম হ'য়েও দাঁড়াতে পারে। সে যোগ্যতা সংস্কৃতের আছে।

(৩৩১)

যখনি হইবে চিত্ত চঞ্চল অধীর,
নামে সমর্পিয়া প্রাণ হইও সুস্থির।
আত্ম-অবিশ্বাস যদি করে আক্রমণ,
নামের সহায়ে কর কেশরি-গর্জ্জন।
হতাশার অন্ধকার যদি আসে ঘিরে,
নামের প্রদীপ জ্বালো হৃদয়-মন্দিরে।
নাম যে পরম বন্ধু, অক্ষমের বল,
নাম অনাথের নাথ, শেষের সম্বল।

(৩৩২)

পথ, লক্ষ্য শতবার ভুল হ'তে পারে,
বুদ্ধিমান্ তাই ব'লে নাম কভু ছাড়ে ?
করুক অবাধ্য মন শত-কোলাহল,
তুমি জান,—নাম তব অমোঘ সম্বল।

(৩৩৩)

চতুর্দ্দিকে গর্জ্জে যদি সহস্র সংশয়,
মধুময় নাম তব পরম অভয়।

পরীক্ষা দেওয়াটাকে একটা বিপদ বা দুর্য্যোগ বলিয়া মনে ন
করিয়া সুযোগ বলিয়া গ্রহণ কর। জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে তোমা
নৈতিক শক্তি, আধ্যাত্মিক বল, মনুষ্যত্বের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ে
দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য কত শত অপ্রত্যাশিত ঘটনাপুঞ্জ আসি
দেখা দিবে। সকল পরীক্ষাতেই তোমাকে স্ফীত বক্ষে আগুয়ান্ এব
উন্নতশিরে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

রুদ্র রণ তোরে যদি করে রে আহ্বান,
দুর্ব্বলের আঁখিনীরে
ভাসাইয়া দিবি কিরে
অভ্রভেদী বীর-বীর্য্য আত্মার সম্মান ?

(৩৩৪)

ধ্যান কর অবিরত নিজ মহিমার,
ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি জননী তোমার।
তোমার ইন্দ্রিয়চয়ে তাঁর অনুভূতি
প্রস্ফুটিত করি' দিবে অখণ্ডের জ্যোতি।

(৩৩৫)

নাম জপে বসিয়া ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্দ্দর্শন মনঃসংযোগের একা
লক্ষণ। জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে যেমন এক মাইল পরে প
একটা করিয়া মাইলষ্টোন্ থাকে, সাধনের পথেও এই রকম কতক প
পরে এক একটা করিয়া নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব দেখি

মুগ্ধ হইয়া যে দাঁড়াইয়া থাকে, সে ঠকে। এইসব দেখিয়া যে উৎসাহিত হইয়া আরও বেগে ও দৃঢ়তা-সহকারে পথ চলিতেই থাকে, সে নিত্য নূতন ঐশ্বর্য্য-সমূহের প্রকাশ দেখিতে পায়। উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য-সমূহ লাভ করিবার পরে অনেক সাধক থামিয়া যান কিন্তু সিদ্ধ-সাধক ঐশ্বর্য্যসমূহ করায়ত্ত করিবার পরেও থামেন না, তিনি তাঁর অফুরন্ত পথ ক্রমাগত চলিতেই থাকেন। কোনও কিছু পাইবার লোভবশতঃ নয়, নিজের স্বভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তিনি ঐশ্বর্য্য-জগতের পরপারে এক অমৃতময় রস-সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ যুগ যুগ ব্যাপিয়া বুক পাতিয়া গ্রহণ করেন।

(৩৩৬)

পাঠশালে ভাল করিয়া পড়াশুনা করিলে যেমন বার্ষিক সভার দিনে পারিতোষিক পাওয়া যায়, জ্যোতিরাদি দর্শনও ঠিক সেই রকমেরই ব্যাপার। কিন্তু বৎসরে এক দিন পারিতোষিক পাওয়াই ত' আর জীবনের পরমপুরুষার্থ নহে! এই পারিতোষিকের মূল্য যার জীবনে প্রতিদিনকার ঘটনায় রক্ষিত হয়, সে-ই না যথার্থ পুরস্কারযোগ্য ছাত্র! ঠিক্ তেমনই জীবনের প্রত্যেকটী দিনে, দিনের প্রত্যেকটী পলে ও অনুপলে সেই নিত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের পরমজ্যোতিঃ কি মুদ্রিত নেত্রে, কি উন্মীলিত চক্ষে দর্শন করিতে পারার যোগ্যতা-লাভেরই না ইঙ্গিত তুমি আজ জপকালীন জ্যোতির্দ্দর্শনে পাইতেছ! সেই যোগ্যতা তোমার নাম-নিষ্ঠা হইতেই ক্রমশঃ সঞ্জাত ও উপচিত হইতে থাকিবে।

(৩৩৭)

নামে লাগাইয়া রাখ বুদ্ধি, মন, প্রাণ,
আপনি জাগ্রত হবে দীপ্ত ব্রহ্মজ্ঞান।

(৩৩৮)

ব্রহ্মদর্শন করা আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, একই কথা। উপলব্ধি জ্ঞান এবং জ্ঞানই দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন প্রভৃতি ভাষাতে সাধকের নিকটে ধরা দেয়। জপকালে বায়স্কোপের ছবি মত যাহা দেখিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভাষায় অতীন্দ্রি জ্ঞান।

(৩৩৯)

রূপাভিনিবেশহীন নামজপ-কালে স্বতঃই যদি কোন মূর্ত্তি সম্মু উপস্থিত হন, তবে জানিতে হইবে, ইনি অনাদরণীয় নহেন। তোমা সাধনে ইচ্ছাপূর্ব্বক রূপধ্যান আবশ্যকীয় নহে কিন্তু কোনও রূপ সাধকে প্রয়াস ব্যতীত স্বয়মেব স্ফূর্ত্তি পাইলে তাহাতে অভিনিবেশ দোষাব নহে। যেখানে রূপের স্বতঃ-প্রকাশ নাই, কিন্তু সাধকের রূপাভিনিবেশ রুচি প্রবল, সেখানেও রূপ-ধ্যান নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু অবিরত নাম সেবা অব্যাহত রাখিয়াই রূপাভিনিবেশ চলিবে, ইহা ভুলি না।

(৩৪০)

নামকে কোনও অবস্থাতেই ভুলিবি না। পবিত্র বা অপবিত্র স্নাত বা অস্নাত, কর্ম্ম-নিরত বা বিশ্রাম-নিমগ্ন, সর্ব্বাবস্থাতেই নামে সেবা করিতে থাকিবি। হাতের কাজ হাতে চলিবে, নামের সেবা মনে মনে এবং শ্বাসে-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিবে। সংসার ত্যা না করিয়াও নিত্যযোগযুক্ত হইয়া থাকিবার ইহা শ্রেষ্ঠ কৌশল।

শ্বাস-প্রশ্বাসকে লইয়া কুস্তি-কসরৎ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই মা। শ্বাস-প্রশ্বাস বিধাতার দান, যখন পরমাত্মা তাহাকে যে ভাবে চালাইবেন, ধীরে বা দ্রুত, অল্পকালব্যাপী বা বিলম্বিতভাবে সে তা

নিজের নিয়মেই চলুক, তার স্বচ্ছন্দ গতির উপর তুমি হাত দিও না। তোমার কর্ত্তব্য শুধু প্রত্যেকটী শ্বাসে আর প্রশ্বাসে একটী করিয়া নামের বীজ বপন করিয়া যাওয়া। তোমার দায়িত্ব শুধু প্রত্যেকটী বীজ বপন-কালে, এ নাম কাহার নাম, তদ্বিষয়ে সজাগ থাকা। তোমার শ্বাস ও প্রশ্বাসের মধ্যে অবস্থান করিয়া শ্রীভগবান্ নিজের সাধন নিজেই করিতেছেন,—তুমি তাঁর সেই বিচিত্র সাধন-লীলা অনুরাগ-সহকারে শুধু দর্শন করিয়া যাও।

(৩৪১)

জমি যদি সরস হয়, চাষ ছাড়াও বীজ বুনিলে ফসল হয়। জমি যদি নীরস হয়, ভালমত চাষ করিয়া বুনিলে অতি উত্তম ফসল হয়। নীরস জমিতে যদি চাষ না পড়ে, তবে বীজ বুনিলেও ফসলের আশা কম। শ্বাস-প্রশ্বাসই সাধনের ভূমি। ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরাগ সেই ভূমির সরসতা। নিয়মিত অভ্যাসই চাষ। ভগবানের নামই বীজ।

——

স্বামী স্বরূপানন্দের আদর্শ ও বাণী

[অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্র নাথ দাস]

এই নশ্বর পৃথিবীতে দেবদূতের মতো অনেক মহাপুরুষ আসেন। তাঁদের জীবন-দর্শন প্রচার ক'রে যান। মানব-জীবনকে মহিমময় ক'রে তোলাই তাঁদের মহান্ লক্ষ্য।

বর্ত্তমান ভারতে বহু বিচিত্র দ্বন্দ্বের মধ্যে ভারতের অমৃত ও শাশ্বত বাণীকে অন্ধকার থেকে আলোকে উদ্ভাসিত করতে আমাদের দেশে যে সকল মহামানব এসেছেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় শ্রীশ্রীস্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব । সারা দেশে মানুষের চরিত্র-গঠন-আন্দোলনে জাতীয়-জীবনে জাগরণের জোয়ার তিনি এনেছেন। নতুন প্রাণের স্পন্দনে জাতিকে উদ্বুদ্ধ তিনি করেছেন । মনুষ্যত্বের অহঙ্কার, ভেদবুদ্ধির অবিচার থেকে মুক্ত হ'য়ে প্রত্যেকটি মানুষ তার চরিত্রের বিকাশ-সাধনে সঠিক পথে এগিয়ে যাবে, এই হচ্ছে স্বামীজীর জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র।

ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন, সুখশয্যা, আহার-বিহার-আমোদ-প্রমোদের তৃষ্ণা ত্যাগ ক'রে, নিজের যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র তাতেই সন্তুষ্ট থেকে সকলের সমবেত কল্যাণ-বিধানই যে প্রকৃত জীবনের আনন্দ, আত্মার আনন্দ, এই সত্যোপলব্ধি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে স্বতোৎসারিত হোক্—এই হ'ল স্বামীজীর মহত্তম আদর্শ।

এঁর মন্ত্রধ্বনি "হরিওঁ" অর্থাৎ "হরি আছেন।" সর্ব্বত্রই আছেন আমাদের সঙ্গে।

বিহারের পুপুন্‌কী, উত্তর প্রদেশের বেনারস—এ দুটি স্থানে এঁর যে দুটি আশ্রম রয়েছে, তা হ'ল এঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য্য, স্রষ্টার মনে এতে কোন গর্ব্ব নেই, নেই কোন অভিমান। কিন্তু আছে আত্মসমর্পণ জীবের কল্যাণের জন্য।

এই আশ্রমদ্বয়ের পূত-সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, এই আশ্রম আপনাকে, আমাকে, প্রতিটি মানুষকে আত্মানুসন্ধানের পথ দেখায়, দেখায় প্রকৃত চিত্তবৃত্তি-গঠনের, চরিত্র-গঠনের ; দেখায় প্রকৃত আনন্দ, জ্ঞান, প্রেম ও পরিতৃপ্তির পথ, অমৃত-পিপাসু মনের তৃষ্ণা মেটাবার পথ ।

এই মহামানবের চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের আদর্শে দীক্ষিত আজ মহাভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী । ইনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বাংলাদেশ (পূর্ব্বতন পূর্ব্ব পাকিস্তান) বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ গৃহে আজ তাঁর মহামন্ত্র-ধ্বনির কলকণ্ঠ শোনা যাবে। বেনারস আশ্রম থেকে এঁদের একটি মাসিক পত্রিকা "প্রতিধ্বনি" প্রকাশিত হয়। এতে থাকে শিষ্য-শিষ্যা, ভক্ত অনুরাগীর প্রতি স্বামীজির প্রাণের চিঠি। প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন খুব সহজ ভাবে, আন্তরিক ভাবে, প্রাণের পরশ দিয়ে। যে পড়ে, সে-ই লাভবান্ হয়, আনন্দিত হয়, তারই প্রাণের পিপাসা মেটে। তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত গানগুলিও রেকর্ড হয়েছে।

আমরা যারা শিষ্য নই, অথচ কাছে থেকে দর্শন-লাভ করেছি, তাতে কারোর মনে হয়েছে তিনি ৮০-৮২তে পা দিয়েছেন, কেউ বলেন ৮৫ পেরিয়েছেন। কিন্তু দেখে বিস্মিত হয়েছি যে তাঁর স্নিগ্ধকান্তি, সারল্য ও মধুময় উপমা-বহুল-বাণী যেন তাঁর মধ্যে ত্রিবেণী-সঙ্গম রচনা করেছে।

আজ তাঁর ভক্তের-সংখ্যা কোটি কোটিতে পৌঁছেছে। যেখানেই যখন তিনি যান, সেখানেই যেন তীর্থ-সমাগম। দর্শনের প্রত্যাশী সহস্র সহস্র বৃদ্ধ-যুবা-কিশোর।

আজকের ভারতের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে সঠিক পথ-নির্দ্দেশ দিতে পারেন তিনিই। তাঁর অমৃতময়ী-বাণী দেশের প্রতিটি শহরে, গঞ্জে, অজ্ঞাত পল্লীতে পৌঁছে দিলেই তাঁর আদর্শের সার্থক রূপায়ণ হবে। হবে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় সাধন। হবে সমবেত কল্যাণ। মৃত-সঞ্জীবনী-সুধার খনি-স্বরূপ তাঁরই শ্রীহস্ত-রচিত দুই শতাধিক গ্রন্থ, তন্মধ্যে চব্বিশ খণ্ড "অখণ্ড-সংহিতা" এবং মাসিক পত্রিকা "প্রতিধ্বনি"। উক্ত মহৎ-কার্য্য সাধনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

এই দেবতুল্য ঋষিকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই।

ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্র-গঠন-আন্দোলন

[শ্রীঅশোক রায়, কলিকাতা]

(মাঘ সংখ্যার ৮২৯ পৃষ্ঠার পর)

প্রেম ও ব্রহ্মচর্য্য

প্রেম, তা মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন থেকে আরম্ভ ক'রে স্বদেশ-প্রেম, বিশ্বপ্রেম এবং ঈশ্বরপ্রেম পর্য্যন্ত সবই—প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য, তার প্রেম তত গভীর এবং তত খাঁটি। মাতাপিতাকে ভক্তি করতে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য লাগে, মাতাপিতার মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য লাগে, বংশগৌরব বুঝতে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য লাগে। এই নরদেহ ধারণের মাহাত্ম্য বুঝতে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য লাগে। নিজেকে চিনতে হ'লে এবং ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসতে হ'লেও ব্রহ্মচর্য্য লাগে। অব্রহ্মচারীই আত্মঘাতী হয় বেশী। আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় হয় ব্রহ্মচারীই। অব্রহ্মচারী নিতান্ত পরিজনেরও এই সব ক্ষেত্রে উপেক্ষাভাবযুক্ত এবং পলায়নপর হয়। স্বাদেশিকতার যুগে ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবটা নিদারুণই পড়েছিল ব'লে অগ্নিযুগে তাজা হৃৎপিণ্ডগুলো দেশমাতার চরণে নিবেদনের জন্যে কি কাড়াকাড়িই না প'ড়ে গিয়েছিল। অব্রহ্মচারীরা হয় লোভী, ভীতু, ঘরকুনো, স্বার্থান্বেষী, পলায়নপর, বিশ্বাসঘাতক এবং দেশশত্রু। স্বদেশ-প্রেমই যাদের বুকে ঠাঁই পায় না, বিশ্বপ্রেম তাদের মগজে আসতে পারে না। বিশ্বপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমকে অব্রহ্মচারীরা পরস্পর বিরোধী বস্তু বলেই মনে করে। আমার দেশের স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বের স্বার্থ জড়িত, এই মহাভাব যথাযথভাবে ধারণ এবং কার্য্যে রূপায়ণ একমাত্র ব্রহ্মচারীরই সাধ্য। শত বিরোধ ও

বৈপরীত্যের মধ্যেও তার দিব্যদৃষ্টি সূক্ষ্মতম ঐক্য-সূত্রটি খুঁজে পায়। আর ঈশ্বর-প্রেমের কথা—সে তো আর ব্রহ্মচর্য্য অভিন্ন। ব্রহ্মচারীই একমাত্র আস্তিক এবং ঈশ্বরপ্রেমিক। ব্রহ্মচর্য্য ঈশ্বর-প্রেমের দিকে নিয়ে যায়। ঈশ্বর-প্রেমের আশা-ভরসায়ই ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ়-ভিত্তি লাভ করে। ব্রহ্মচারী অথচ ঈশ্বর-প্রেমিক নয়, এরকমটি হয় না। ঈশ্বরপ্রেমিক অথচ ব্রহ্মচারী নয়, এরকমটিও বেশী দিন এক সঙ্গে বিধাতা চলতে দেন না। তিনি যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হ'ন না কেন, যথার্থ ঈশ্বরপ্রেম তাঁর ভিতরে এমন সব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে, যা মূলত ব্রহ্মচর্য্যেরই সামিল। তা তিনি আরব, তুরস্ক, পর্ত্তুগাল, লাইবেরিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডের লোকই হ'ন না কেন।

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে,—দয়া, ধৈর্য্য, সংযম, অধ্যবসায় ইত্যাদি চরিত্র-গুণগুলিও ব্রহ্মচর্য্যে নির্ভরশীল। বস্তুতঃ ব্রহ্মচর্য্য একটি অখণ্ড-তপস্যা, যার মধ্যে সকল খণ্ড তপস্যা-সাধনা বিধৃত হ'য়ে আছে। তাই, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য-সাধন করলেই বাকী সকল তপস্যার বল আপনা আপনি অধিগত হয়। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের ভাষায় ব্রহ্মচর্য্য হ'ল সকল তপস্যার মেরুদণ্ড। ব্রহ্মচর্য্যকে ধরেছ তো, সব পেয়েছ। ব্রহ্মচর্য্যকে ছেড়েছ তো, সব হারিয়েছ। বলা হয়েছে ব্রহ্মচর্য্য তপোত্তম। খণ্ড চরিত্র-গুণের সাধনা না ক'রে, এক অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের দ্বারা মানব-জীবনের সীমিত সময় ও সামর্থ্যকে নিয়োজিত করার মধ্যেই যথার্থ পুরুষার্থ নিহিত আছে—চরিত্র-গঠন-আন্দোলন এই বাণীই দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চায়, এ বড় মজার কল। এর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়—ধর্ম্ম, অ , কাম, মোক্ষ সব। পুরাণে কল্প-তরুর

কথা পড়েছি। বাস্তবে কল্পতরু আছে কিনা জানি না। তবে বাস্তবে যাকে কল্পতরু হিসাবে পাচ্ছি, তা হ'ল ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য যাঁরা ঠিক্ ঠিক্ ভাবে পালন করেন, তাঁরা প্রত্যেকে এই কথার যাথার্থ্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন।

যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য

ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে। একটি হ'ল যেন তেন প্রকারেণ বীর্য্য-ধারণই বুঝি ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্য-ধারণ ব্রহ্মচর্য্যের একটি প্রধান দৈহিক সর্ত্ত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই এবং বীর্য্য-ধারণ ব্যতীত অন্যান্য বিভূতি ভিত্তিহীন। কিন্তু শুধু মাত্র বীর্য্য-ধারণ, ঈশ্বরীয় বা কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নয়, কোনও একটা দৈহিক ব্যাপারের জন্য,—তাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় না। যার মধ্যে দেহগত কারণে কামভাব অনুপস্থিত, যে নপুংসক, যে অপারেশন বা কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়া আশ্রয় ক'রে দেহ-মধ্যের বীর্য্য-নির্গম বন্ধ করে, তাকে ব্রহ্মচারী আখ্যা দেওয়া যায় না। শক্তি আছে অথচ তাকে নিজ স্বার্থে বা পরার্থে ব্যয় করি না, করি দিব্যায়িত ক'রে ওজঃশক্তিরূপে কেবল মাত্র পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই, তাই হ'ল যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য। ধৃতবীর্য্য দেহের অণুপরমাণুকে দিব্যায়িত করে, তা দিয়ে শক্তি, তেজ ও আলো, বিকিরণ করে। মনে অতুল সাহস, ভরসা এবং আনন্দের সঞ্চার হয়। যথার্থ ব্রহ্মচারীর সংস্পর্শে এলেই সাধারণ মানুষের ভিতরেও শক্তি ও আনন্দের হিল্লোল বইতে থাকে। চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-কালে এই সকল ভ্রান্ত ধারণার নিরসন একান্ত আবশ্যক।

তরুণ-সমাজ, জীবনের বিরাটত্ব এবং ব্রহ্মচর্য্য

ছাত্র-জীবনে এবং প্রাক্-বিবাহিত জীবনে নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে

ব্রহ্মচর্য্যকে বিশেষ ভাবে সাধন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং অনুকূল পরিবেশ, শিক্ষা এবং রুচি-প্রকৃতির সৃষ্টি করতে হবে। জীবনের এই সময়টা ব্যক্তি ও জাতির জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ। অবাধ বীর্য্যক্ষয় এবং প্রবল অসংযম, অপরিণত অবস্থায় যৌনতা এবং প্রাক্-বিবাহসঙ্গম ইত্যাদি সমূলে উৎপাটন করতে হবে। এইটি শক্তি আহরণের সময়, শক্তি ব্যয় বা অপব্যয়ের সময় নয়,—প্রাচীন ভারতে এটিকে নাম দেওয়া হ'ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। এই ভাবে যদি ঠিক্ ঠিক্ ভাবে ব্যক্তি-জীবনের ভিৎ গ'ড়ে উঠে, তবে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়। তার জন্য অন্যান্য হাজার পরিকল্পনার মোটেই প্রয়োজন হয় না। এই তরুণ-বয়সেই তাদের সামনে বিশ্বের সুখ-ভাণ্ডারের মহামহা-ঐশ্বর্য্য তুলে ধরতে হবে ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, তিতিক্ষা, দান, নিরাসক্তি ইত্যাদির বাস্তব ও জলন্ত চিত্রগুলি তুলে ধরে। বর্ত্তমানের যৌন-সম্ভোগই জীবনের সর্ব্বস্ব ধন,—এই মিথ্যা ধারণাকে তাদের মনে-প্রাণে মোটেই আমল দেওয়া হবে না। যৌনকাম আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু যৌন-সম্ভোগই জীবনের একমাত্র উপজীব্য, এর থেকে মারাত্মক মিথ্যা জগতে আর কিছু হ'তে পারে না। এই মতি-বুদ্ধি-বিভ্রমকারী মিথ্যার কবল থেকে তরুণ-সমাজকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে। জীবনের বিরাটত্বকে যদি তরুণদের ধ্যানগোচর কোন ভাবে করা যায়, তবে তারা আর কিছুতেই যৌনতার অন্ধকূপে প'ড়ে আত্মঘাতী হ'তে চাইবে না। চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের এটা একটা বৃহত্তম দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচর্য্য এমন একটি সাধন, যাকে অবলম্বন ক'রে সব সাধন দাঁড়িয়ে থাকে। প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, ইত্যাদির

আলাদা সাধন আর করতে হয় না। ঐ এক ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার দ্বারাই ওসব সম্ভব হয়। যেমন মাথা ধ'রে টান দিলে সারা দেহ চলে আসে। তপস্যা ছাড়া লৌকিক, অলৌকিক, অতিলৌকিক কোন ক্ষেত্রেই কৃতকার্য্যতা আসে না। তাই শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের বজ্র-নির্ঘোষ "ব্রহ্মচর্য্যই সকল তপস্যার মেরুদণ্ড।" অসংযমী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, ইতরসুখে মত্ত ব্যক্তি যথেষ্ট ইহলৌকিক প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিই লাভ করতে পারে না। আর বৃহত্তর সাধন-লভ্য অবস্থা তার দ্বারা আয়ত্তে আসার কথাই ওঠে না।

গার্হস্থ্যাশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য

যৌন-ব্যবহারকে তুলে দেওয়ার জন্যে এই চরিত্র-গঠন-আন্দোলন নয়। আপাততঃ এই যৌন-কর্ম্ম ও যৌন-ব্যবহার স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়তা এবং তাই একে তুলে দেবার কথা ওঠে না। কিন্তু সেই যৌন-ব্যবহারকে কি ভাবে দিব্যায়িত করা যায়, সেই যৌন-চেতনাকে কি ভাবে পরম-চৈতন্যে উত্তীর্ণ করান যায়, তার চেষ্টা একদা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী নারী-পুরুষেরা নিজ নিজ গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করবার পর অব্যাহত রাখেন। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য, বিবাহিতের জীবন-সাধনা ও সধবার সংযম ইত্যাদি গ্রন্থ। * অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার লক্ষে এক-দুজনেরই হয়। কিন্তু সমাজের সাধারণ নরনারী খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যেরই অধিকারী। এই খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে একদিনের সংযম থেকে সুরু ক'রে বার বৎসরকাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে বীর্য্য ধারণ করে। পরিবার, সমাজ ও জাতির ক্ষেত্রে এই খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব অপরিসীম। সংযত ও ধৃতবীর্য্য নরনারীর সন্তান দেহগত ভাবে পুষ্ট-বলিষ্ঠ হয়।

---

* শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তার বিস্তৃত ও কার্য্যকর উপদেশ প্রদান করেছেন ঐ সব গ্রন্থে।

মনোগত ভাবে পিতামাতার সংযম-সাধনার অংশীদার-হিসাবে জন্মলাভ করে। পুত্রকন্যা তখন যজ্ঞ-তপস্যার ফল-স্বরূপ দেবপ্রসাদ রূপে আসে, অসংযত যৌন-ক্রিয়ার অনীপ্সিত উপফল (By Product) হিসাবে নয়। আত্মজ (কামজ নয়) পুত্রকন্যারা জন্মসূত্রেই সংযম, ধৈর্য্য, ত্যাগ, বিশ্বকল্যাণ ইত্যাদি সদাচার ও সন্নীতির উত্তরাধিকার নিয়েই জন্মান, যার ফলে তাদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ইত্যাদির সাধনা সহজতর হয়ে আসে। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব নানা স্থানে যে নয় পুরুষ পরে দেব-মনুষ্যের আবির্ভাবের কথা এই মর্ত্ত্যভূমেই সম্ভব হবে ব'লে বলেছেন—তা এই প্রক্রিয়া অনুসরণেই সম্ভব হ'য়ে উঠবে। বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষীতে জড়-বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ফুলফলাদির যে অভূতপূর্ব্ব উন্নয়ন-সাধন করেছেন, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ geneticsকে অনুসরণ করে, প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদের সেই বিলুপ্ত-প্রায় সাধন-ধারার পুনরুজ্জীবনের বাস্তব সম্ভাবনাকে আমাদের সামনে তু'লে ধরেছেন। আজকাল ছেলেমেয়েরা অতি সহজে বীর্য্যক্ষয়-পরায়ণ কদাচারী হয়, তার কারণ যেমন তাদের পরিবেশ, সঙ্গে সঙ্গে বড় কারণ তাদের জন্ম-পরম্পরা বা heredity।

সন্তান-সর্জ্জন-প্রকল্প

ব্যাসদেব অতি কৃতবিদ্য মনীষী। কিন্তু তাঁর মধ্যে যা' সম্ভব হয়নি, তাঁর বীর্য্যজাত সন্তান শুকদেবের মধ্যে তা সম্ভব হয়েছে। শুকদেব জন্মালেনই ঊর্দ্ধরেতা হ'য়ে। ধৈর্য্যরেতা প্রৌঢ়-ব্যাসদেবকে দেখে মেয়েরা লজ্জা অনুভব করে। যুবক শুকদেবকে দেখে মেয়েরা তা অনুভবই করেন না—অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যের এমনই মহিমা। আর এই শুকদেবই দিলেন কিনা পৃথিবীকে রস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভার রাস-

লীলাময় শ্রীমদ্-ভাগবত। পুত্র-কন্যার মধ্যে নিজ উৎকর্ষ রজোবীর্য্যের সংযোগ দেহগত ভাবে অনুস্যূত করিয়ে দেন পিতামাতা এই আশায় এই ভরসায়।—হে পুত্র, হে কন্যা আমরা যা পাই নি, পারিনি সেই অমৃতময় জীবনের দিকে তোমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাও।

পুত্রকন্যা জন্মদানের পিছনে এই মানস-কামনাই প্রকৃতির নিয়মে সত্য। অসংযত ভাবে নির্ব্বিচারে সংখ্যাবৃদ্ধি বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের কর্ম্ম নয়, ইতর পশুর কর্ম্ম। উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-বিধানের জন্যই সন্তান-সর্জ্জন-প্রকল্প। অপকর্ষ বাড়িয়ে সমাজের সর্ব্বস্তরে বিশৃঙ্খলা আনা প্রকৃতির অভীপ্সাই নয়। একটা কথা আছে, যাতে বলা হয়, বংশের উত্তরণ ঘটে বংশের শেষে এক উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। সেই রকম অখণ্ড-ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব হ'ল, মানে সারা বংশের ভার সে মাথায় ক'রে তুলে নিল—সারা বংশ-পরম্পরা তাঁর আবির্ভাবের দিকেই তাকিয়ে ছিল শত শত বৎসর ধ'রে। তাঁর আবির্ভাবে বংশের ষাট হাজার পিতৃ-পুরুষের উদ্ধার ঘটল। বংশ-নির্ব্বংশ হ'ল, কারণ বংশধারা তার চরম সার্থকতা লাভ করেছে। বংশের দিক থেকে এর চেয়ে প্রিয়তর অন্য কামনা আর কি থাকতে পারে?

বর্ত্তমানে যে লক্ষে লক্ষে মনুষ্য-দেহধারী পশুগুলি জন্ম নিচ্ছে, তার পিছনে রয়েছে খণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য্যের এই সত্য ও মহিমাকে বিস্মরণ। নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি এই মনুষ্য পশুগুলির মধ্যে অনিবার্য্য। জন্মসূত্রে তারা পশু এবং পশুর নিয়মই তাদের ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রয়োগ ক'রে থাকেন এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মহাযুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা (তা খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যই হ'ক) এর একমাত্র উত্তর। পরিবার-পরিকল্পনা

ইত্যাদি সাগরে বালির বাঁধ। অথবা মানব-জাতিকে কৌশলে বিলোপের ব্যবস্থা।

(ক্রমশঃ)

অখণ্ড-উপাসনায় ব্রহ্মগায়ত্রী ও হরিওঁ

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময় নন্দ, মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর]

(ফাল্গুন সংখ্যার ৮৯৩ পৃষ্ঠার পর)

সমবেত উপাসনার মধ্যে ব্রহ্মগায়ত্রী পাঠ সহ ওঁকার-ব্রহ্মের বন্দনাই প্রধান। বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রী তন্ত্রেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, যদিও তন্ত্রে নানা দেবতার পৃথক্ পৃথক্ গায়ত্রী বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত গানকারীকে ত্রাণ করেন অর্থাৎ পাপ-তাপ নিবারণ করিয়া ব্রহ্মদর্শন করান বলিয়া তাঁহার নাম গায়ত্রী। ইনি ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্মের সহিত অভিন্না! কেহ কেহ ওঙ্কার ব্রহ্মের পত্নী গায়ত্রী বলিয়াছেন। এই গায়ত্রীকেই সাধকগণ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী-রূপে ধ্যান করিয়াছেন। গায়ত্রীর দ্বারাই 'সর্ব্ববেদান্তসার' ও ভক্তিশাস্ত্র ভাগবতের আরম্ভ। কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে যেখানে অন্য কোনও মন্ত্রের উল্লেখ নাই, সেখানে গায়ত্রীর দ্বারাই কার্য্য হয়। ওঁকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান গায়ত্রী। গায়ত্রীর মধ্যে ওঁকারের বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। ওঁকার-সাধনার যে ব্রত, তাহা গায়ত্রীতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে এবং মানবের সাধ্য ও সাধন গায়ত্রীতে প্রকাশিত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু এবং তৎ-সমূহের

বিরাট স্রষ্টার স্বরূপ এবং সেই স্রষ্টাই আমাদের মধ্যে অন্তর্য্যামী-রূপে থাকিয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির প্রেরক হওয়ায় আমরা শুভাশুভ নানা কর্ম্ম করিতে ধাবমান হইতেছি এবং কর্ম্মানুরূপ বিবিধ ফলভোগ করিতেছি। সেই স্রষ্টা পরমাত্মার উপাসনার দ্বারাই আমাদের সংসার-নিবৃত্তি ও মুক্তি-লাভ হইতে পারে, অন্য কোনও পন্থা নাই। ব্রহ্মগায়ত্রী আমাদের হৃদয়ে এই সকল তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন। গায়ত্রীই ব্রহ্মবিদ্যা, মহাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা। তিনিই ব্রহ্ম, "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্"। তাই গায়ত্রীর আদি ও অন্তে ওঙ্কার-ব্রহ্ম। গায়ত্রী যখন সগুণা, তখন তিনি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী। যখন তিনি গুণাতীতা, তখন তুর্লভা। 'ন হি পদ্যসে' সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী, ব্রাহ্মণত্ব-প্রদায়িনী ব্রহ্মপূজার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ও সা... এই ব্রহ্মগায়ত্রী স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে ক্লীবলিঙ্গ 'তৎশব্দ' ও পুংলিঙ্গ 'ভর্গঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে। অতএব ব্রহ্মগায়ত্রী প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম এক কালেই পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীবলিঙ্গ অর্থা... তাঁহাতে লিঙ্গভেদ নাই। দিব্য-জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার বরণী... তেজে গ্রহরাজ সূর্য্য প্রদীপ্ত হইতেছেন এবং চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছেন। সাধক সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে... সহিত নিজের আত্মার ঐক্য ধ্যান করিলে অবিদ্যার অবসা... নিত্যানন্দ, শান্তি ও মুক্তি হইতে পারে। "ধীমহি' পদের বহুবচ... বোঝা যায় যে, আর্য্য-ঋষিগণ একত্র সমবেত হইয়া ব্রহ্মের উপাস... করিতেন। ব্রহ্মযোনি ও বেদমাতা-গায়ত্রীর সংক্ষিপ্ত মূর্ত্তি ওঙ্কার এইজন্য ওঙ্কারকে একাক্ষরী গায়ত্রীও বলা চলে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম... ব্রহ্মগায়ত্রী এক ও অভিন্ন। বিরাট স্বরূপের শ্রেষ্ঠ উপাসনা-... ব্রহ্মগায়ত্রী, যা বিরাট রূপকে প্রকাশ করেন। এই মন্ত্রের সূ...

ছন্দ অন্তঃসত্তাকে বিশাল ভাবে পূর্ণ করে, মনঃপ্রাণকে শান্ত করে এবং অন্তরে জাগায় বিরাট সত্তার স্পন্দন যাহা হইতে হয় বিরাটের জ্ঞান। অত্যন্ত গম্ভীর এই মন্ত্রের বিকাশশীল ছন্দ মনকে ক্ষুদ্র বিষয়ের অভিনিবেশ হইতে উন্মুক্ত করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ ও প্রসারিত করে। বিশ্বচেতনা ও বিশ্বাতীত চেতনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যে ব্রহ্মচেতনা সৃষ্টিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল-লোকে এবং আমাদের অন্তরেও প্রকাশিত, সেই মহাপ্রকাশের উৎসের সন্ধান দেয় এবং বিশ্বচেতনা ও জীবচেতনার ভেদকে অপসারিত করে এই গায়ত্রী-মন্ত্র। অন্তরের দীপ্তি ও বিশ্বদীপ্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিলে অন্তর হয় বিশ্বছন্দে যুক্ত ও বিশ্ববিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। সবিতৃ-মণ্ডলের মধ্য দিয়া যে কল্যাণমূর্তি প্রকাশিত হয়, তাহার সহিত নিবিড় পরিচয়ের ফলে অন্তরে ও বাহিরে সেই পরমকল্যাণ রূপটির অনুভূতি আসে। এবং স্বচ্ছতায় স্বাচ্ছন্দ্যে সাধক-জীবন হয় পরিপূর্ণ।

উপনিষদের বহুশ্রুতি পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ওঙ্কারের মহিমা স্থাপন করিতেছেন। প্রায় সকল উপনিষদ্, গীতা, পুরাণ ও তন্ত্রে প্রণব-তত্ত্বের গভীর রহস্যের কথা আছে। সকল বেদবাক্য যে বস্তু প্রতিপাদন করেন, সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির সহায়ক, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা করিতে হয়, সেই পরমবস্তু ওঙ্কার। ভারতবর্ষের সনাতন-ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায় প্রণবের সর্ব্বোৎকর্ষ স্বীকার করিয়া নিজ নিজ মত, পথ ও মন্ত্রাদির কৌলীন্য প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে সে যাহার অনুকূলে প্রণবের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও তত্ত্বকথা বলেন। প্রণবের মধ্যস্থিত অ, উ, ম এই তিনটি বর্ণের দ্বারা ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি প্রকারে নানা শাস্ত্রে

নানাবিধ তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। নিম্বার্ক সম্প্রদায় ব্যাখ্যা করেন, অ = ব্রহ্ম, উ = গুরু, ম = জীবাত্মা। শ্রীগুরুর শরণাগতি হইতে ক্রমে ক্রমে জীবাত্মার ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ প্রণবের তাৎপর্য্য। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই ওঙ্কার, অ = অস্তি (সৎ), উ = উপলব্ধি (চিৎ বা জ্ঞান), ম = মোদ (আনন্দ)। অতএব সম্মিলিত অর্থ দাঁড়াইল সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম । প্রণবের কেহ পর নহেন, সকলেই তাঁহার আপন, সকল পথের এবং সকল মন্ত্রের শেষ প্রাপ্য তিনি, তিনিই স্বয়ং ব্রহ্মরূপ হইয়াও ব্রহ্ম পূজার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। অন্য সকল মন্ত্র তাঁহার নিকট প্রণত এবং সকল মন্ত্রে তিনি চিরকাল বিরাজিত ও পুরাতন হইয়াও তিনি প্রকৃষ্ট রূপেতে নব, এই জন্যই তাঁহার নাম প্রণব। ইঁহার এমন শক্তি আছে যে, উপাসকের চেতনাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে মুক্ত করিয়া সেই মহাকাশ পরব্রহ্মের বোধে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। যতকিছু উপাসনা, পূজা, স্তবপাঠ, জপ ও পিতৃ-তর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ, ইত্যাদি সবই মহানাদ-প্রণবের যে মহাকাশে চিরন্তন মহা-সঙ্গীতের মহাস্পন্দন, তাহার সহিত সমন্বিত হইয়া একতান হইবার ভিন্ন ভিন্ন উপায় মাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য অতি মনোজ্ঞ উক্তি করিয়াছেন। "ওমিত্যেতদক্ষরম্ পরমাত্মনোঽভিধনম্ নেদিষ্ঠং তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমাহন স প্রসীদতি প্রিয়নামগ্রহণইব লোকঃ"—ব্রহ্মবাচক বহু শব্দ থাকিলেও ব্রহ্মের নিকটতম ও প্রিয়তম নাম ওঙ্কার। কোন ব্যক্তির প্রিয়তম নাম বলিয়া আহ্বান করিলে তিনি যেমন সুখী হন, তদ্রূপ প্রণব নামে পরমাত্মার উপাসনা করিলে তিনি প্রসন্ন হন। মহামুনি পতঞ্জলি প্রণবকেই পরমেশ্বরের একমাত্র বাচক নাম বলিয়াছেন। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" গীতায় ব্রহ্মের ওঁ তৎ সৎ

এই তিনটি নাম অভিহিত হইলেও কেবল মাত্র ওঙ্কারের উপাসনাই সকল উপনিষদে বিখ্যাত হইয়াছে। ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার উপমা ও রূপকের সাহায্যে প্রণবের উপাসনার দ্বারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভের মনোহর উপদেশ উপনিষদ্ দিয়াছেন। পাণিনি ব্যাকরণের সূত্রানুসারে রক্ষণার্থক 'অব' ধাতুর সহিত মন্ প্রত্যয় যোগে 'ওম্' পদটি নিষ্পন্ন হয়। সনাতন ওঙ্কার চিরকাল বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে রক্ষা করেন। একমাত্র 'ওঁ' বলিলেই নিরাকার, সাকার, নির্গুণ, সগুণ, পর, অপর, এবং কারণ-কার্য্য এই ভাবে সকল বিভাবের ব্রহ্মই অভিহিত হয়েন। পৃথক্ পৃথক্ বিশেষণ অনাবশ্যক। কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী অন্যান্য জাতির উক্তভাব বুঝাইতে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ আবশ্যক হয়। যথা,—'Absolute God. আর্য্য-ঋষিগণ তাঁহাদের বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির মন্ত্রের মধ্যে পুনঃ পুনঃ ওঁকারের প্রয়োগ করিতেন। শাস্ত্রের কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্যে দেশ, কাল, পাত্র, মন্ত্র ও দ্রব্যাদির যেখানে যাহা যাহা বৈগুণ্য ঘটে, ওঁকার উচ্চারণের দ্বারাই সকল বৈগুণ্যের সমাধান হয়। এবং সকল অপূর্ণ সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। ওঁকার সকল রসের শ্রেষ্ঠ রস এবং পরমধাম। (রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধঃ)।

ওঁকারের পূর্ব্বে হরি শব্দ সংযোগে সুমধুর স্বরে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন পূজনীয় শ্রীশ্রীবাবামণির প্রকৃষ্ট পারমার্থিক অবদান। পরব্রহ্মের মহানাম 'ওঁ' বেদ ও উপনিষদে সুপ্রসিদ্ধ এবং পুরাণ-তন্ত্রাদিতে উচ্চভাবে সম্মানিত। আর 'হরি' শব্দটিও পুরাণাদিতে বহুল ভাবে প্রচারিত। কোন কোন উপনিষদে "হরিওঁ" এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। উপসর্গ না দিয়া 'হরিওঁ' উচ্চারণ করিলেও ব্যাকরণ মতে বিশুদ্ধ প্রয়োগ হয়। যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীবাবামণি উক্ত দুইটি মহানামকে

একত্রে সংযুক্ত করিয়াও তাঁহার নিজকণ্ঠে নিঃসৃত সুমধুর সুর-সংযোগে উচ্চ-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃজন করিয়াছেন। উক্ত সুরে যে প্রাণ-মাতান ও ভক্তি-সঞ্চারিণী অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা অনুভবের বস্তু, ভাষায় প্রকাশ্য নহে । এই একই সুরে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কীর্ত্তনের দ্বারা হরিওঁ মহানাম-সুধা বিতরণ চলিলেও শ্রোতার অধৈর্য্য বা বিরক্তি আসে না। কোন্ এক শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীকণ্ঠ হইতে এই সুর ধ্বনিত হইয়াছিল, জানিনা। * বৈদিক ও পৌরাণিক দুইটী সুপ্রসিদ্ধ মহানাম এক সঙ্গে রাখিয়া তৎসহ অপূর্ব্ব সুর দিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি পারমাণবিক পদার্থ হইতেও অধিক শক্তিশালী মহামহৌষধ ও অব্যর্থ পারমার্থিক সিদ্ধ-মুষ্টিযোগ আমাদের ন্যায় কলিকবলিত কোটি কোটি হতভাগ্য জীবের জন্য অকাতরে দান করিয়া চলিয়াছেন । ইহা বিশ্বের মহামিলনের এক চিরস্থায়ী স্বর্ণসূত্র। 'হরি' শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও সুপ্রসিদ্ধ অর্থ পরমেশ্বর। তিনিই ব্রাহ্মের ব্রহ্ম, দ্বিজাতির ব্রহ্মগায়ত্রী, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শৈবের শিব, গাণপত্যের গণেশ, সৌরের সূর্য্য, শাক্তের শক্তি, বৌদ্ধের বুদ্ধ, জৈনের মহাবীর, রামায়তের রাম, শিখের অলখ, মুসলমানের আল্লা ও খ্রীষ্টানের খ্রীষ্ট। তিনি সর্ব্বদাই ওঁ অর্থাৎ আছেন । সকল মঙ্গলের আহরণকারী এবং সকল অমঙ্গলের হরণকারী নিত্য সনাতন শাশ্বত বস্তু। তিনি আছেন বলিয়াই আমরা আছি । তিনিই আমাদের সব এবং তিনি ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই। উপনিষদের উক্তি "ওঁ মিতি সর্ব্বম্" এবং পুরাণের উক্তি 'হরের্নামৈব কেবলম্ ।' শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন যে, জগতের সকল বক্তৃতা হরিনামের মধ্যেই

* অখণ্ড-সংহিতা ৫ম খণ্ডের ৩২ হইতে ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লুকিয়ে আছে। মনের গভীর অভিনিবেশ ও প্রাণের পূর্ণ ব্যাকুলতা সহ 'হরিওঁ' কীর্ত্তন করিতে ও শুনিতে তাঁহার উপদেশ। কলিকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন নাম-সঙ্কীর্ত্তনের জন্য এই দুইটি মহাশক্তিধর মহানামকে একত্র প্রেমসূত্রে মালা গাঁথিয়া জগতের জনগণকে বিতরণ ভুরিদাতা শ্রীশ্রীবাবামণির এক অপূর্ব্ব কৌশল। সমগ্র জগতে এক অখণ্ড ও পবিত্র মানব-জাতি-সৃজন ও জগন্মঙ্গলের উদ্দেশ্য "Non-political politician" এর ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুবিশুদ্ধ নীতির প্রয়োগ, সন্দেহ নাই।

সমবেত অখণ্ড উপাসনার অন্তর্গত আদিতে 'আরতি-স্তোত্র' এবং অন্তে 'অখণ্ড-স্তোত্র' যেন বেদান্ত-বাক্যের পুষ্প-স্তবক যার মধ্যে আছে, উপনিষদের পদাবলী ও চিরন্তন সত্যদৃষ্টি। এই দুইটী স্তোত্রের উচ্চারণে প্রাণ ও মন কল্যাণ-স্পৃহায় পূর্ণ হইয়া যায় এবং দিব্য-জীবনের ছন্দে মানবসত্তা ভরিয়া উঠে। জড়তা, চাঞ্চল্য ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং অতিমানস অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। ইহাতে নিশ্চিত ভাবে ব্রহ্মচেতনায় জাগরণ এবং ব্রাহ্মী-স্থিতিতে প্রবেশ সহজ হয়। ক্রমশঃ মানব-চেতনা লাভ করে বিশ্বচেতনায় সহিত অভিন্নতা। ভাবনায় আতিশয্যে ক্রমে ঐশ্বরিক শক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে ঘটে পরিচয়। মন্ত্রবিদ্ উপাসক ক্রমে হয়েন আত্মবিদ্ ও আনন্দ-রূপ ভূমা-ব্রহ্মের সহিত একাত্ম। জীবন্মুক্ত ও আত্মিক স্বারাজ্য-লাভে ধন্য হইয়া তিনি জীব-শিবের সেবায় দিব্য-ভাগবত জীবন যাপন করেন।

——

ধৃতং প্রেম্না

[অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীহস্ত-লিখিত সমসাময়িক পত্রাবলী]

(১০৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও ।

এক এক জনের মন এক এক রকম । কেহ কেহ একাকী স্তোত্র-পাঠ করিলে মন বসাইতে সুবিধা বোধ করে । কেহ কেহ অন্যের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া স্তোত্রপাঠ করিতে সুবিধা বোধ করে । কিন্তু আসল প্রশ্নটা সুবিধা বা অসুবিধার নহে । আসল প্রশ্নটা হইতেছে সমবেত কণ্ঠে সবাই মিলিয়া উপাসনা করা । রেকর্ড বাজাইয়া তার সঙ্গে তোমাকে গাহিতেই হইবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি নাই । কিন্তু সকলের সহিত মিলিত কণ্ঠে তোমাকে গাহিতেই হইবে, এই নির্দ্দেশ পালন না করিয়া তোমার পরিত্রাণ নাই । যাহাকে রমেশ, যোগেশ, পরেশ, জীবেশ, নৃপেশ ও দীনেশের সঙ্গে মিলাইয়া স্তোত্র-পাঠ করিতেই হইবে, সে অপর সকলের (রমেশের, যোগেশের, পরেশের, জীবেশের, নৃপেশের ও দীনেশের) সঙ্গে আমার রেকর্ডস্থ কণ্ঠের সঙ্গে কেন কণ্ঠ মিলাইতে পারিবে না ? না পারার প্রকৃত কারণ, আমার কণ্ঠের প্রতি প্রকৃত মর্য্যাদা-দানের অনিচ্ছা । একটু বিচার

করিয়া দেখিও, ইহাই প্রকৃত কথা কিনা। সমবেত উপাসনার কালে রেকর্ডে যেখানে আমার কণ্ঠ শ্রুত হইতেছে, তাহার সঙ্গে প্রত্যেকে যোগ রক্ষা করিতে পার। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ত তোমরা কর না। এক এক জনে নিজ নিজ কণ্ঠের বাহার ফুটাইবার জন্য নিজ গলাকে অপর সকলের গলার চেয়ে উচু পর্দ্দায় নিয়া যাও, গোলমালের ত' আসল কারণ ইহা।

রেকর্ড তুমি ব্যবহার কর আর না কর, সমবেত উপাসনার কালে সকলের কণ্ঠই একত্র চলিবে, এই শিক্ষাটা তোমাদের প্রয়োজন। এই একটা কথা বহুবার বলিয়াছি, আমৃত্যু বলিয়াই যাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৯ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৬
(২৪ মে, ১৯৭৯)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অন্যান্য স্থানে তোমাদের চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভাগুলি যে ভাবে সফল হইয়াছে, হাওড়াঘাটেও তদ্রূপ হইবে। আগে হইতে চারিদিকে গণ-সংযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। শুধু কিছু বিজ্ঞাপন ছড়াইলে বা মাইকের গর্জ্জন চালাইলে সভা সফল হয় না। তোমরা যাহারা প্রচার-কর্ম্মে নামিয়াছ, তাহারা যে সত্য সত্যই ন্যায়নিষ্ঠ, সততা-পরায়ণ, চরিত্রবান্ একটী নব-মহাজাতির আবির্ভাব কামনা করিতেছ, এই বিষয়ে মানুষের মনে আস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

তোমরা যদি ছোটখাট বিষয় নিয়া নিজেদের মধ্যে মনোবিবাদ বা সৌহৃদ্যের অভাব রাখ, তাহা হইলে জনসাধারণের সুপটু চক্ষুকে কদাচ প্রতারণা করিতে পারিবে না, তাহারা তোমাদিগকে মেকী মালে বা কালো বাজারী বলিয়া ধরিয়া ফেলিবে। প্রত্যেকে সৎ হও, সাধু হও, সত্যবাদী হও এবং ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হও। কে কাহাকে কবে কি ভাবে অপমান করিয়াছিল এবং প্রতিশোধ কতটা নিবার বাকী রহিয়াছে, এই-জাতীয় বিষয় আলোচনা করিয়া নিজেদের মহত্তর কার্য্য ও গরীয়ত্তর আন্দোলন নষ্ট করে বর্ব্বর মূর্খেরা এবং আকাঠ অবিদ্যা-তনয়েরা। সা বিদ্যা যা পরাবিদ্যা। তোমরা আসল বিদ্যার দিকে লক্ষ্য দাও। দুনিয়ায় যাহারা আজ বড়, কাল তাহারা বড় নাও থাকিতে পারে। সুতরাং অহঙ্কার ও গর্ব্বের দশন-বিকাশের অবসর কয়টা মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র।

বড় বড় নামী লোকেরা না হইলে কেহ সদান্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে না, এই সব মিথ্যা যুক্তিতে কর্ণপাতও করিও না। তোমরা সামান্যেরাই অসামান্য কাজ হাসিল করিবে, দুর্ব্বলেরাই পর্ব্বত-বিজয় করিবে, অবজ্ঞাতেরাই সব চেয়ে কুলীন কর্ম্মের সাফল্যটী আহরণ করিবে, এই বিশ্বাস রাখ। আজিকার ছোটরাই আগামী কাল বড় হইয়া দেখা দিবে, যদি চর্চ্চা থাকে সম্প্রীতির, সদ্ভাবের, সহযোগিতা-বুদ্ধির। একটা আঙ্গুল ফুলিয়া বড়জোর একটা কলাগাছ হইতে পারে, বটবৃক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু ছোট ছোট তৃণ মিলিত হইলে একশতটী বট-বৃক্ষের আয়তন ও বলকে তুচ্ছ করিয়া দিতে পারে। ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, দয়া, মায়া, মমতা এবং ঈশ্বরানুরাগ ইহা সম্ভব করিয়া দেয়।

সবচেয়ে ছোট্ট মানুষটীকে সব চেয়ে বড় বলিয়া মনে করিও।

অর্থাৎ তাহাকে বড় করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিও। দুর্ব্বল জাতি এই ভাবেই সবল হয়।

একই মানুষের কাছে একই মহৎ উদ্দেশ্যে বারংবার এবং পদ্ধতিবদ্ধ-ভাবে যাওয়ার নাম গণ-সংযোগ। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়াও একাজ করিতে পার, সকলে মিলিত হইয়াও একাজ করিতে পার। কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকিবে সকলকে সকলের সহিত মিলিত করা। এই মিলন হইবে মনে, প্রাণে, বাক্যে ও কর্ম্মে। এই মিলন হইবে সংগ্রামে, বিশ্রামে, জাগ্রতে ও নিদ্রায় অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায়। প্রধান উপায় হইবে সংযম, সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যনিষ্ঠা।

প্রচার-পত্রগুলি অসমিয়া ভাষায় ছাপাইয়াছ দেখিয়া সুখী হইলাম। যেখানে যখন যে ভাবেই কাজ হউক, স্থানীয় ভাষাকে সম্মান দিলে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র অনুকূল হইবে। এজন্য অবশ্য মাতৃভাষা ভুলিয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। একদা ভারতের সব ভাষা মিলিয়া একটী ভাষা হইয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে আশা আছে। তবে, তাহার জরায়ুটী রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষার মণিকোঠায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি বিহারের গোটা দশেক শহরে নানা সময়ে গিয়াছি। আমার প্রচারধারা অন্তঃসলিলা বলিয়া আমি কোন স্থানেই শহরবাসীর অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারি নাই। শিষ্য-সংগ্রহের অভিসন্ধি আমার নাই বলিয়া নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনকেও দীক্ষিত করিতে চেষ্টা পাই নাই। যে দুএকজন নিজ নিজ রাহুর প্রভাব অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছায় আসিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের সন্তানত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও পূর্ব্ব-সঞ্চিত কোনও সাংঘিক সদাচারের প্রচলন না থাকায় তাহারা নিজেরাও যেমন পারে নাই মিলিত হইতে, আমাকেও তেমন সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয় নাই বিচ্ছিন্ন মানুষগুলিকে কাছাকাছি টানিয়া আনিতে। সর্ব্বোপরি, পুপুন্‌কীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে আমার এমন একটুও দম ফেলিবার অবকাশ হয় নাই যে, আমি বিহারের শহরগুলি ঘুরিয়া বেড়াই। নতুবা, যাহা সিলেটে, ঢাকায়, ময়মনসিংহে, রংপুরে, বর্দ্ধমানে, বরিশালে ও চাঁদপুরে সম্ভব হইয়াছে, তাহা বিহারের প্রত্যেকটী শহরে হইতে পারিত। মনে রাখিও, আমি একক কর্ম্মী। মনে রাখিও, আমি একাদিক্রমে তেপান্নটী বৎসর ধরিয়া পুপুন্‌কীর পাথর ভাঙ্গিতেছি। এতকাল তোমরা কেহ চারিদিক হইতে আমাকে ঘিরিয়া আসিয়া কাজ করিবার কোনও তোড়জোড় কর নাই। তোমাদের যে ইহা করা দরকার, তাহা তোমরা ভাবিয়াও দেখ নাই। এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। এবার সেদিন রাজধানী পাটনায় গিয়াছিলাম আশ্রমের একটা বৈষয়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির লাগিদে। তাহাতে ফল লাভ কিছু হইল কিনা বুঝিতে পারিব দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরে। কিন্তু চমৎকার একটী কথা বুঝিয়া আসিলাম যে, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য নাই, সম্প্রীতি নাই, দয়া, দরদ, সহানুভূতি নাই। অর্থাৎ তোমরা

সজীব, সচেতন, সতেজ জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ নহ, তোমরা একদল চেতনাহীন স্থাবর-স্বভাব জঙ্গম মাত্র।

এমনটা কিন্তু হইবার কথা ছিল না। কুমিল্লা জেলার বিত্মাকুট-নিবাসী নগেন্দ্র চন্দ্র দে তাহার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত লইয়াও পাটনাতে একটা দোকানে টাইপিষ্টের কাজ করিত। সে শত শত প্রতিধ্বনি নিয়া এক সময়ে পাটনার বাঙ্গালীদের পড়াইয়াছে। আমরা তাহা বিনামূল্যে দিতাম। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর-নিবাসী সতীশ চন্দ্র বসু পাটনা হাসপাতালের বিপরীত দিকে একটা বাড়ীতে থাকিত। সে শত শত বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে আমার সহিত দেখা করিবার জন্য রাজগৃহে নিয়া যাইত। এই দুইটী দুর্ল্লভ মানুষের একজনও আজ ইহজগতে নাই। তাই, আমাকে তোমাদের বিচ্ছিন্নতার নমুনা দেখিয়া আসিতে হইল। স্বগণে পাটনা যাইতে ও আসিতে আমাদের আট শত টাকা পাথেয় ব্যয় হইয়াছে। তাহা সার্থক হয় নাই।

তোমরা পুরাতন প্রতিধ্বনি দুই এক হাজার করিয়া বারাণসী হইতে আনিবে কি? নিজেদের মধ্যেকার দ্বেষ ভুলিয়া লোককে প্রতিধ্বনি পড়ানোর মত একটী সৎকাজে ঐক্যবদ্ধ হইয়া লাগিবে কি?

ঐক্য কিন্তু মুখের কথায় আসে না। ঐক্য আসে একসঙ্গে কাজে লাগিয়া গেলে। কথার জাহাজ এক অফুরন্ত ভাণ্ডার, হাজার বৎসরেও যাহা নিঃশেষিত হইবে না। কারণ, কথার উপরে কোনও ট্যাক্স্ নাই। তাই, কথা কহিয়া কহিয়া কেহ কদাপি ঐক্য আনিতে পারে নাই, তোমরাও পারিবে না। কাজে নামিয়াই ঐক্যকে অনুশীলনে আনিতে হয়।

কথাগুলি লিখিব লিখিব বলিয়া এই কয়দিন পর্য্যন্ত

করিতেছিলাম। আজ সুযোগ পাইয়া লিখিয়া দিলাম। তোমাদের কাজ হইতে বুঝিতে পারিব যে, আমার সরল বাংলায় লিখিত পত্রের অর্থ কেহ বুঝিয়াছ কিনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

——

অখণ্ড-সমাচার

ডাংতলা (নিউ বঙ্গাইগাঁও) ওঙ্কার-মন্দির প্রতিষ্ঠা :— উক্ত মন্দির পুনঃ-নির্ম্মাণে স্থানীয় গুরুভ্রাতারা অসীম ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন । পূর্ব্বে একটি অতি সাধারণ বাঁশের ঘরে আমরা শ্রীশ্রীওঙ্কার-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, ১৯৬৫ সালে। সেই সময় হইতে আমাদের অন্তরে বাসনা ছিল যে, যতই ব্যয়সাপেক্ষ হউক না কেন, আমরা আমাদের মন্দির দালানে রূপান্তরিত করব এবং সেই দিন হইতে আমরা প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী ত্যাগ-স্বীকার করিয়া আসিতেছিলাম, যার ফলে এবং শ্রীশ্রীবাবামণির অপার করুণায় আজ আমাদের বহু দিনের আশা পূর্ণ হইল। উক্ত মন্দির-নির্ম্মাণে প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সন সমবেত উপাসনার মাধ্যমে আমরা শ্রীশ্রীওঙ্কার-বিগ্রহ নব-নির্ম্মিত-মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি।

"সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত" রেকর্ড এক সেট্ আমরা পাইয়াছি। কিন্তুআমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখনও কোন সভা-সমিতি করিতে পারি নাই। কেননা, মাইক ব্যবহারের

উপর নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে। তবে ঘরোয়া ভাবে রেকর্ডগুলি সবাইকে বাজিয়ে শোনান হয়েছে। আর, সাপ্তাহিক
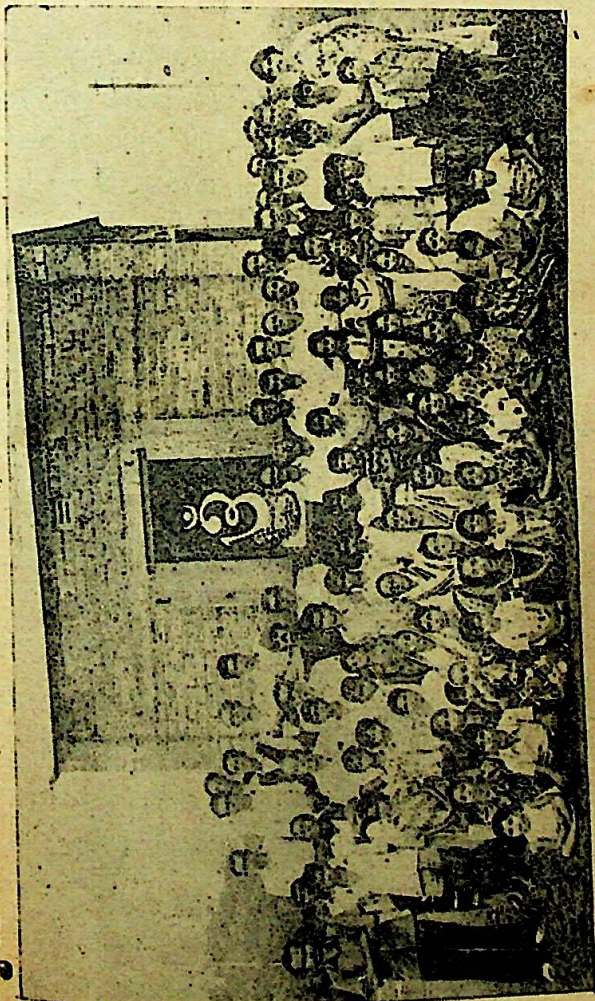
ডাংতলা (নিউ বক্সাইগাঁও) অখণ্ডমণ্ডলী কর্তৃক নবনির্মিত অখণ্ড-মন্দিরে শ্রীশ্রীওঙ্কার-বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় কতিপয় সেবক ও সেবিকাবৃন্দ।

সমবেত উপাসনা এবং শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দ্দেশিত বিশেষ উপাসনাগুলি আমরা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিয়া আসিতেছি। যদিও উপস্থিতির হার সব দিন সমান হয় না।

[সংবাদদাতা :—শ্রীকেতকী রঞ্জন দে]

জামশেদপুর অখণ্ডমণ্ডলীর উদ্যোগে দল্‌মা পার্ব্বত্য অঞ্চলে ১৭শ চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভা :—বিগত ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮০ প্রজাতন্ত্র দিবসে জামশেদপুর হইতে ২৫ কিলোমিটার দূরে দল্‌মা পার্ব্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত পটম্‌দার ১৭শ চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ সভা এই স্থানে অচিন্তিত-পূর্ব্ব। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বাধীনতা সংগ্রামী) ও শ্রীযুক্ত শশী ভূষণ সিং সরকার (প্রমুখ, পটম্‌দা অখণ্ড-সমিতি)। সভারম্ভ হয় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের স্বকণ্ঠের রেকর্ড-সঙ্গীতের মাধ্যমে। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন ক'রে যে সকল বিপ্লবী আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই প্রাণকে দেশ-মাতার চরণে উৎসর্গ করার প্রেরণা পেয়েছিলেন আচার্য্য স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-প্রণীত পুস্তক ও তাঁর প্রাণ-জাগান বাণী থেকে। অন্যান্য বক্তাগণ ছিলেন সর্ব্বশ্রী অনন্ত কুমার দাস, কালিচরণ সিন্‌হা ও নিরঞ্জন দে। শ্রীকালি-চরণ সিন্‌হা হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। বিভিন্ন বক্তাগণ তাহাদের বক্তব্যে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকেই দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করার শ্রেষ্ঠ পথ ব'লে উল্লেখ করেন। সভায় প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী তুলসী কর্ম্মকার ও কৃষ্ণপদ দত্ত। সভার উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, সভা

শেষে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রীশ্রীবাবামণির বই স্থানীয় অধিবাসীগণ কিনিয়া লন।

[সংবাদদাতা :—শ্রীসঞ্জীব চন্দ্র রায়]

লামডিংএ হরিওঁ-কীর্ত্তন :—বিগত ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার হইতে সমগ্র মাসব্যাপী হরিওঁ-কীর্ত্তন অতি সানন্দে মুখরিত লামডিং শহরে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের মনে অমৃতের জাগরণ সৃষ্টি করিয়াছে। আঞ্চলিক অখণ্ডমণ্ডলীর কার্য্যসূচী অনুযায়ী নূতন প্রেরণায় আরও অতিরিক্ত কীর্ত্তন, উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১০ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর আঞ্চলিক অখণ্ডমণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীকার্ত্তিক কুমার দাস ও শ্রীরঞ্জিত কুমার দেবের উদ্যোগে আসন-মুদ্রা-প্রদর্শনী করা হয়। শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কুমারী সুমিতা গোস্বামী, কুমারী আশীষ দেব, কুমারী বীণা দাসকে পুরস্কৃত করা হয়। ছোটদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সকলকে শ্রীশ্রীবাবামণির পুস্তক-দানে পুরস্কৃত করা হয়। ছোটদের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় সকলকে শ্রীশ্রীবাবামণির পুস্তক-দানে পুরস্কৃত করা হয় সর্ব্বশ্রী রাণা দেব, পিকু বোস, প্রণব দে, কুমারী রাণা দাস, কুমারী সাধনা দেব, কুমারী রিঙ্কু দেকে। উক্ত ভাবে পুরস্কৃত করা হয় শ্রীশ্রী-বাবামণির প্রতিকৃতি দ্বারা শ্রীরঞ্জিত চৌধুরী, কুমারী মুকুল দাস, কুমারী সেবা দাস, কুমারী রত্না রাণী দেকে। বয়স্ক ভ্রাতাদের মধ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য পুরস্কৃত করা হয় His Holy Word শ্রীমুকুল শীল, অখণ্ড-সংহিতা সর্ব্বশ্রী নিরঞ্জন শীল, রজনী কান্ত দাস ও যতীন্দ্র লাল দেব বর্ম্মণকে।

১৪ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর রবিবার—উদয়াস্ত-কীর্ত্তন সমারোহে আনন্দ অনুভব ও ভক্তি ভাবে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উদয়াস্ত-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীনিরঞ্জন শীলের শ্রমদান ও ত্যাগ সত্যিই প্রশংসনীয়। ঐ দিন উপস্থিত সজ্জন-মণ্ডলী ৫০০ জন।

১৫ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর, সোমবার—লামডিং-নিবাসী অনখণ্ড শ্রীযতীন্দ্র কুমার ধরের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রবর্ত্তিত রেকর্ড সহযোগে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ মোহিত হন এবং ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিশোর ও কিশোরী-বৃন্দ-দ্বারা শ্রীশ্রীবাবামণির জীবনালেখ্য আলোচনা, পাঠ ও সভাপতি মহোদয়ের জ্ঞানগর্ভ ভাষণে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের এক ভাবধারা প্রকাশিত হয় এবং চরিত্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও স্থায়ী সুফলের কথা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

[সংবাদদাতা—শ্রীকার্ত্তিক কুমার দাস]

ধুবড়ীতে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন :—জনশিক্ষা প্রসার-কল্পে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন যদিও এই প্রথম নয়, তথাপি শুভ-জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে ব্যাপক সম্প্রসারণই ধুবড়ী অখণ্ডমণ্ডলীর লক্ষ্য। যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :—

স্থান হরিসভা-প্রাঙ্গণ—তারিখ ২৯-১২-৭৯ শনিবার অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত অখণ্ড-সংহিতা হইতে বাণী-পাঠ, শ্রীশ্রী-স্বরূপানন্দ রচিত কবিতা-আবৃত্তি এবং যৌগিক-আসন-মুদ্রা-প্রদর্শনী। অংশ গ্রহণ করে ছোট ছোট কিশোর-কিশোরীবৃন্দ, পরিচালনায় কুমারী গীতা মজুমদার ও সহযোগী কুমারী স্বপ্না সেনগুপ্তা। জনতা ২০০ শত।

৩০-১২-৭৯ ইং রবিবার—অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীরামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত চরিত্র-গঠন-

মুলক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনতা—২০০ জন। বক্তা—সর্ব্বশ্রী মৃণাল দাস, ব্রজেন্দ্র লাল রায়, কুমারী দীপা দাস, কুমারী গীতা মজুমদার। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠে।

৩১-১২-৭৯ ইং সোমবার—সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-আদর্শ অবলম্বনে "গীতি আলেখ্য"। পরিচালনায় মহিলা-শাখা ও ধুবড়ী অখণ্ডমণ্ডলী। জনতা—প্রায় এক হাজার জন।

১-১-৮০ ইং মঙ্গলবার। ৩টা হইতে ৬-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা সহ পথসভা। শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া, বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীবাবামণির ১নং রেকর্ডের ভাষণ ও অপরাপর সঙ্গীতের রেকর্ডগুলি এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। প্রতি মোড়ে অজস্র লোককে সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। "সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত" শীর্ষক রেকর্ডগুলি সাফল্যের সামগ্রী বলা যায়।

স্থান—শেলপাড়ার পূজা-প্রাঙ্গণ—৮-১ ৮০ ইং মঙ্গলবার। সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৮টা। জনতা আনুমানিক এক হাজার। এই অনুষ্ঠানটি উপরি উক্ত চারিটি অংশে বর্ণিত অনুষ্ঠানের এক সমাবেশ বলা যায়। উদ্দেশ্য বৃহৎ প্রচার ও প্রসার। সহায়তায় ঐ স্থানের অনখণ্ড যুবকবৃন্দ এবং সহৃদয় সজ্জন শ্রীচিত্তময় সেনগুপ্ত। বিশেষ আকর্ষণ ছিল কুচবিহারের শ্রদ্ধেয়া দিদি শ্রীযুক্তা বিজয়া সেনগুপ্তার সঙ্গীত-পরিবেশন। কুমারী গীতা মজুমদারের সংযোজনায়, স্বপ্না সেনগুপ্তার সহযোগিতায়, কুমারী ডালিয়া করের সম্পূর্ণ সঙ্গীত-পরিচালনায় সাথী, ঝর্ণা, সুতপা, রিঙ্কু, পাপিয়া এবং শ্রীমতী মিতা চৌধুরীর প্রচেষ্টায়, সঙ্গে শ্রীমান্ দেবাশীষ কর ও গৌতম নন্দীর তবলা-সঙ্গতের মাধ্যমে সমগ্র অনুষ্ঠান মধুময় হইয়া উঠে।

[জনৈক সংবাদদাতা]

চট্টগ্রাম জেলায় হারুয়ালছড়ি গ্রামে শুভ-আবির্ভাবোৎসব :—স্থান, শ্রদ্ধেয় শ্রীরায় মোহন নাথ মহাশয়ের বাসভবন। তারিখ—৩রা ও ৪ঠা মাঘ, ১৩৮৬ বাং, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারী ১৯৮০। এতদঞ্চলে এইরূপ অনুষ্ঠান ইহাই সর্ব্বপ্রথম। বহু দূর-দূরান্ত হইতে পায়ে হাঁটিয়া উৎসব-উপভোগাকাঙ্ক্ষায় প্রায় দেড় হাজার লোক সমাগম হইয়াছিল।

উৎসবে ফটিকছড়ি অখণ্ডমণ্ডলী, ফটিকছড়ি অখণ্ডমণ্ডলীর মহিলা-শাখা, আজিমপুর অখণ্ডমণ্ডলী, শাহানগর অখণ্ডমণ্ডলী, সুয়াবিল অখণ্ডমণ্ডলী, বারমাসিয়া অখণ্ডমণ্ডলী, নবাঙ্কুর অখণ্ডমণ্ডলী, ধুরুঙ্গ অখণ্ড-মহিলা-সমিতি ও পটিয়া অখণ্ডমণ্ডলীর প্রায় ১৫০ জন ভ্রাতা-ভগিনী অশেষ কষ্ট-স্বীকার করিয়া ৩রা মাঘ শুক্রবার উৎসবাঙ্গনে মিলিত হন। সকলের সম্মিলিত-প্রচেষ্টায় উৎসবাঙ্গন সুসজ্জিত করা হয়। স্বরূপানন্দ-গ্রন্থাবলী প্রদর্শনী দ্বারা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। ৩রা মাঘ, শুক্রবার, অধিবাস উপাসনা ও ৪ঠা মাঘ শনিবার, ভোর ৫-৩০ মিনিটে পবিত্র হরিওঁ-কীর্ত্তন সহকারে মহানামকে স্বাগত জানান হয়। সকাল ৮-৩০ মিনিটে সমবেত উপাসনা ও পরে হরিওঁ-কীর্ত্তন, স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের যৌগিক আসন-মুদ্রা-প্রদর্শনী ও স্বরূপানন্দ-সাহিত্য থেকে আবৃত্তি করা হয়। বিকাল ২ ঘটিকায় ফটিকছড়ি অখণ্ডমণ্ডলীর সভাপতি ডাঃ শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী চক্রবর্ত্তীর পৌরহিত্যে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীউজ্জ্বল দাশগুপ্ত। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীমৃণাল কান্তি মহাজন, শ্রীমতি মালতী দেবী, শ্রীমৃদুল কান্তি দে, শ্রীদিলীপ কুমার দে ও বাচ্চু লাল নাথ।

আসন-মুদ্রা-প্রদর্শনী উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের মনে গভীর প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছে। কুমারী অনিমা দেবী, কুমারী নিয়ালা দাস ও উজ্জ্বল দাসগুপ্ত প্রভৃতির স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত ও হরিওঁ-কীর্ত্তন সকলের মনোরঞ্জন করে। স্থানীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীহীরেন্দ্র কুমার বৈষ্ণব তাঁহার অনুগামী সহ সুললিত-কণ্ঠে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর স্নিগ্ধ পরিবেশে হরিওঁ-কীর্ত্তন পরিবেশনের মাধ্যমে সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করেন।

শ্রদ্ধেয় মৃণালদার নির্ব্বাচিত পবিত্র অখণ্ড-সংহিতা পাঠ ও প্রশান্তদার অখণ্ড-সঙ্গীত পরিবেশনায় ধর্ম্ম-সভার কাজ সূচিত হয় এবং রেকর্ডে শ্রীশ্রীবাবামণির স্বকণ্ঠ ভাষণের মাধ্যমে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভার আলোচনার উদ্বোধন করা হয়। সেই দিনকার উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমৃণাল কান্তি মহাজন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির 'চরিত্র-গঠন-আন্দোলন' অখণ্ডমণ্ডলী-সমূহের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য এবং বর্ত্তমান ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ের মহামিলন-মঞ্চ সমবেত উপাসনার সার্ব্বজনীন অপরিহার্য্যতা, মন্ত্র সমূহের অর্থ ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত আলোচনা করতঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীমতী মালতী দেবী তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীবাবামণির দৃষ্টিতে নারী-জাতির স্থান ও নারী-জাতির প্রকৃত কর্ত্তব্য বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। বিশেষ অতিথি ভ্রাতা শ্রীউজ্জ্বল দাশগুপ্ত তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে আচার্য্য স্বরূপানন্দ-দর্শনের বিভিন্ন দিকে গ্রন্থাদি হইতে অমূল্য শ্লোকাদি উদ্ধার করতঃ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মূল্যবান্ বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। বিভিন্ন প্রকার উপমা ও কাহিনীর অবতারণা শ্রোতাদের মনে বিশেষ আনন্দ-প্রদানে সমর্থ হন। সভাপতি ডাঃ শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী চক্রবর্ত্তী তাঁহার সারগর্ভ ভাষণের উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রদর্শিত আলোকে

জীবন-গঠনের উদাত্ত আহ্বান জানান হয়। মধ্যে মধ্যে "সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ" রেকর্ডের সঙ্গীত পরিবেশনায় শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করা হয়। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ওঁকার-বিগ্রহে সমবেত অঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

[সংবাদদাতা—শ্রীসুনীল বিজয় শীল]

ডিব্রুগড়ে উদয়াস্ত হরিওঁ-কীর্ত্তন :—তারিখ ১৫ই মাঘ, ১৩৮৬ সন। নালিয়াপুল রেল কলোনীস্থ গুরুভ্রাতা শ্রীরবীন্দ্র কুমার দে মহাশয়ের বাসভবনে তাঁরই পৌত্রী কুমারী অপরাজিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে উদয়াস্ত হরিওঁ কীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়।

কীর্ত্তনের পূর্ব্বদিন মুষলধারে বৃষ্টি। প্রভাত-ফেরীর সময় বৃষ্টির মধ্যে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিচিত্র নিয়া গুরুভগিনী শ্রীমতী উষা রাণী দে কীর্ত্তনীয়া-দল সহ নগর পরিক্রমায় বাহির হন। মণ্ডলীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজয় ভূষণ দত্ত মাইক যোগে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করেন। নগর-পরিক্রমা ক'রে কীর্ত্তনীয়া-দল ভোর ৫টা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। নির্দ্ধারিত সময় অনুযায়ী দলের পর দল কীর্ত্তন চালাইতে লাগিলেন। দুইটি মাইকে হরিওঁ-কীর্ত্তনের মহারোলে এবং মহিলাদের উলুধ্বনিতে এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় এবং শত শত নরনারী উৎসব-প্রাঙ্গণে ও রাস্তায় দাঁড়াইয়া এই আনন্দময় দৃশ্য উপভোগ করিতে থাকেন। কীর্ত্তন পরিচালনা করেন সর্ব্বশ্রী চিন্তা হরণ নাথ, প্রফুল্ল নাথ, দিলীপ নাথ, রামকৃষ্ণ মুখার্জ্জী ও শ্রীমতী কল্যাণী দাস। সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের ভক্ত-শিষ্যগণ অযাচিত ভাবে এই কীর্ত্তনে অংশ গ্রহণ করেন। ভক্তকণ্ঠে মধুর নাম আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে প্রায় ২০০ জন ভক্ত-বৃন্দকে অন্নপ্রসাদে ও

রাত্রিতে প্রায় পাঁচ শতাধিক লোককে খেচরান্নতে আপ্যায়ন করেন।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানের বিশেষ কর্ম্মীগণ হলেন সর্ব্বশ্রী তপন দে, স্বপন দে, রতন দে, অঞ্জন দে, শ্রীমতী লীলা দে, শ্রীমতী রঞ্জনা দে, কুমারী কল্পনা দে। তাঁদের সেবা-পরায়ণতা ও লৌকিকতা প্রশংসার দাবী রাখে। এক কথায় আদর্শ-পরিবার। ডিব্রুগড়ে এই বৎসরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

(সংবাদদাতা—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী)

বালিতে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভা :—বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ তারিখে হাওড়া জেলা সম্মিলিত অখণ্ড-সংগঠনের পরিচালনায়, হাওড়া জেলা পূর্ব্বাঞ্চলিক অখণ্ড-সংগঠনের অর্থাৎ বালি-দুর্গাপুর বেলানগর, বিবাদী নগর, বেলুড়, নিশ্চিন্দা কুমিল্লা পাড়া এবং সাঁপুইপাড়া অখণ্ডমণ্ডলী-সমূহের প্রত্যক্ষ প্রয়াসে, বালি-দুর্গাপুর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যায়ামাগার-প্রাঙ্গণে, ব্যায়ামাগার সভ্যবৃন্দের প্রাণখোলা সহযোগিতায়, এক ভাবগম্ভীর মনোজ্ঞ পরিবেশে, প্রকৃত প্রস্তাবে বেলা ১২টা হইতে রাত ৮টা পর্য্যন্ত "চরিত্র-গঠন-আন্দোলন" সভা কেন্দ্রিক বিরতি-বিহীন অনুষ্ঠান হয়। আঞ্চলিক সংগঠনের উহা দ্বিতীয় পর্ব্ব। প্রথম পর্ব্ব সম্পন্ন হয় ২-১০-৭৯ ইং তারিখে বি-বা-দী নগর মন্দির-প্রাঙ্গণে। সাঁপুইপাড়া মণ্ডলীর মুখ্যতঃ শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র রায়ের এবং পরে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় বেলা ১২টা থেকে ১৷৷০টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন মণ্ডলীর সাহচর্য্যে, মাইক সহযোগে; নগর-সংকীর্ত্তন পরিক্রমা সুচারু-রূপে অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে ১২টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত সভা হলে পর্য্যায়ক্রমে অখণ্ড-সংহিতার

বাছাই করা চেতনা-উদ্বোধক অংশ সমূহ পাঠ ও "সংযম-প্রচারে-স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত" শীর্ষক রেকর্ড-সমূহ চলিতে থাকে।

বেলা ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত জেলা-সংগঠনের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিবরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভাবগম্ভীর পরিবেশে সভা পরিচালিত হয়। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান রেকর্ড যোগে সভারম্ভ হয়। দ্বিতীয়তঃ ১নং রেকর্ড এবং পর্য্যায়ক্রমে ভাষণ ও রেকর্ড চলে। কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন সাঁপুইপাড়ার ভগিনী শ্রীমতী রাণু শর্ম্মা। "ঋষির ভারতে এসেছে আবার" আবৃত্তি করেন শ্রীরতিকান্ত সিমলাই। প্রায় ২০০ শ্রোতৃবর্গকে তন্ময় ক'রে রাখে ক্রমান্বয়ে সর্ব্বশ্রী মণীন্দ্র চন্দ্র রায়, বলাই চক্রবর্ত্তী, রাধাকৃষ্ণ সিমলাই, সন্তোষ, কুমার সামন্ত, শিবরাম চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার বসু এবং শ্রীমতী মিতা দাসের হৃদয়গ্রাহী ভাষণ। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নিবাস নাউপালায় আবশ্যিক প্রত্যাবর্ত্তনের প্রেরণায় শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার বসু মহাশয়কে অবশিষ্ট-কালীন সভাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া, স্বীয়-ভাষণান্তে, সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তৎপরে ২৪-পরগণার হালতু মণ্ডলীর অভ্যাগত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ প্রকৃত সাত্ত্বিক পরিবেশে সুললিত-কণ্ঠে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন-পূর্ব্বক জনগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখেন। পরিশেষে ১৫ মিনিট কীর্ত্তনের পর সভাপতির ভাষণান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আঞ্চলিক সংগঠনের প্রধান সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র রায় ব্যায়ামাগারের সভ্যবৃন্দ এবং স্থানীয় জনগণকে সহ প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

[সংবাদদাতা—শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র রায়]

কাছাড়ের আভ্যন্তরীণ-সংগঠন :—শিলচর হইতে আমরা একখানা বিবরণ পাইয়াছি। "সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত" রেকর্ড যাঁহারা পাইয়াছেন, তন্মধ্যে ১০০টী কর্ম্মক্ষেত্রে ২৫০ জনকে বারংবার পত্র দিতেছেন ভ্রাতা শ্রীমহীতোষ রায় (ঠিকানা গৌরাঙ্গ হাউস্, সুভাষনগর, পোঃ শিলচর, কাছাড়)। একখানা পত্রের অংশ-বিশেষ নিম্নে দেওয়া হইতেছে। যথা,—

কাছাড়ের পরিস্থিতি সর্ব্বত্রই আশা করি এখন স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । সর্ব্বজনের মনে সম্প্রীতি ও সৌহৃদ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হউক এবং সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করুক, ইহাই আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি । ন্যায়-ধর্ম্মের পথ হইতে আমরা কেহই বিচ্যুত হইব না। আমরা ঈশ্বর-বিশ্বাস ও চরিত্রবল নিয়াই বাঁচিয়া থাকিব, ইহাই আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হউক। সর্ব্বজনে প্রেম, প্রীতি, সদ্ভাব ও সন্নীতি, সদাচার ও সংযম-সুপ্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের চরিত্র-আন্দোলন । অভ্রান্ত মানব-সভ্যতা সৃষ্টিই আমাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হউক । হিংসা, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা আর বিদ্বেষের দ্বারা ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিয়া মানুষে মানুষে যাহারা বিরোধ ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহারা সভ্যতার কলঙ্ক ও মানবতার শত্রু ।

কাছাড়ে আমাদের চরিত্র-আন্দোলনকে পূর্ণরূপে সফল ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বাত্মক পরিকল্পনা, গভীর ও ব্যাপক কর্ম্মসূচী নিয়া বিরামহীন বিশ্রামহীন ত্যাগ, শ্রম ও সেবা আমাদিগকে দিতে হইবে । লক্ষ লক্ষ শুদ্ধচেতা মানব-মানবীর আত্মপ্রকাশকে সুসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য দুর্দ্দম গতিশীলতা নিয়া কাজ করিয়া

যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণি ত বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন কাছাড়ে আমাদিগকে শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। কিন্তু গুরুদেবের অভিপ্রায় পূরণ করিতে হইলে, যে গুরুনিষ্ঠা, যে উদ্যম, যে পরাক্রম ও পৌরুষ নিয়া কাজ করা প্রয়োজন, তাহা আমরা কতটুকু করিয়াছি বা করিবার জন্য একাগ্র ভাবে চেষ্টিত আছি? শ্রীশ্রী-বাবামণি কয়েকটী বৎসর পূর্ব্বেই ত বলিয়াছেন,—

"কতকাল তোমরা অচেতন প্রস্তর বা চলচ্ছক্তিহীন উদ্ভিদের মতন জড়বৎ থাকিবে, ইহা জানিতে আমার কৌতূহল হয়। তোমরা যদি এক শতাব্দী কালও আমাকে প্রতীক্ষায় থাকিতে বল, আমি তাহা থাকিব। কিন্তু আমার জড়দেহ ততকাল থাকিবে না। জড়দেহের মধ্য দিয়া তোমরা আমাকে পাইয়াছ, আমি জড়দেহ ছাড়িবার পরে তোমরা সকল করণীয় কাজ করিবে, এই সঙ্কল্প কি তোমাদের উপযুক্ত হইবে?"

এমন সুস্পষ্ট, এমন সুতীক্ষ্ণ কথাগুলি শুনিবার পরেও আমরা বিগত কয়েকটী বৎসর কি ভাবে যতটুকু কাজ করিয়াছি, তাহার জন্য আজ আমাদের আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োজন। শ্রীশ্রীবাবামণির স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমানে কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমি আর কি লিখিব? শ্রদ্ধেয় অসীমদা এক পত্রে লিখিয়াছেন, "বাবামণির স্বাস্থ্যটা যাহা ভাঙ্গিয়াছে, তাহাতে দেখিলে কান্না পায়।" এমন অবস্থায়ও শুনিতেছি শরীরটা একটু ভাল হইলেই তিনি ত্রিপুরায় একবার পদধূলি দিবেন। ত্রিপুরাও যোগ্য ভাবে প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ইঙ্গিত পাইতেছি।

কাছাড়ের কর্ম্মগতি কোথায় কিরূপ চলিতেছে, তাহা আঁচ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শ্রীশ্রীবাবামণি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি

জেলার প্রায় একশতটী কর্ম্মকেন্দ্রে আড়াই শত জনের নিকটে জনে জনে পত্র দিয়া সম্প্রাপ্ত সঙ্গীতের রেকর্ডগুলি নিয়া নিজ নিজ পরিধিতে গ্রাম-গ্রামান্তরে, অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যাপক কাজ শুরু করিবার জন্য আমার বিনীত আহ্বান জানাইয়াছি। কিন্তু বিগত কয়েকটী মাসের মধ্যে জেলার দুই চারি স্থান ব্যতীত মামুলী ভাবেও কোনও কর্ম্মসূচী নিয়া কাজ করিবার কোনও উদ্যমই সৃষ্টি হয় নাই। ইহা কিসের লক্ষণ? রেকর্ড-প্রাপ্ত স্থানগুলিতে ছোট ছোট জনসভা এক একটি করিয়া করিলেও এতদিনে শতাধিক জনসভা অবশ্যই হইতে পারিত। কোনও সংবেদনশীল চেতনাই যেন জাগে নাই; মনে হয় সবাই নীরব, নিঃস্তব্ধ, নিষ্ক্রিয়। এই ভাবেই কি আমরা শতাব্দীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করিব? বদরপুরবাসীরা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে রেকর্ড-প্রাপ্তির পর হইতে গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট জনসভা করিয়া অদম্য উৎসাহ নিয়া কাজ করিতেছেন। একমাত্র বদরপুর অঞ্চলের কাজের দ্বারাই জেলাটী জাগিবে না বা বাঁচিবে না, যুগপৎ জেলার প্রতিটী কর্ম্মকেন্দ্র হইতেই কাজ সুরু করা প্রয়োজন। আপনারা নিজ নিজ কর্ম্মকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে গ্রামে গ্রামে অজস্র ছোট ছোট জনসভা করিয়া রেকর্ডগুলির সদ্ব্যবহার করুন। আর কালক্ষেপ নহে। পরিস্থিতি অনুকূলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ধরুন।"

মহীতোষদা নিজ জেলায় নীরবে নিভৃতে কেবল লেখনী-মুখে যে কাজটুকু করিতেছেন, তাহার অনুরূপ কাজ কি বিভিন্ন জেলার সাহিত্য-সৃষ্টি-সমর্থ ভ্রাতা বা ভগিনীরা আংশিক ভাবেও করিতে পারিবেন না? এজন্য প্রয়োজন শুধু জেলার সবগুলি কেন্দ্রের দুই একজন করিয়া ভাবুক, কর্ম্মী ও সংবেদনশীল ভ্রাতা বা ভগিনীর

দুঃসাহসিক নিষ্ঠার। যাহাকে পত্র লিখিলে পত্র অর্থ বুঝিবার যোগ্য লোককে লিখা হইল বলিয়া সন্তোষ অর্জ্জন বৈধ, মাত্র তাহাদের নিকটেই পত্র দেওয়া চলে। প্রয়োজন হইতেছে বারংবার পত্র লেখা, একই কথা নানা ঢংয়ে বারংবার বলিবার সামর্থ্য। জেলায় মূল সংগঠন ডাক-খরচের ব্যবস্থা করিয়া দিলে মনে হয় ইসলামপুরের বিনয় চৌধুরী, বালুরঘাটের গৌরী শঙ্কর অধিকারী, কুচবিহারের চন্দন আচার্য্য, প্রভৃতিকে এই কর্ম্মে নামান যায়। প্রত্যেক জেলা জাগ্রত হউন।

কাছাড় জেলা পল্লী-পরিক্রমা হরিওঁ-মহানাম-সংকীর্ত্তনের পথ-নির্দ্দেশনার ৮৭নং তালিকা :—তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ইং শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র দাস, কান্দিগ্রাম (-মালুয়া)। ১৫ই ডিসেম্বর, শ্রীমন্মথ চন্দ্র চন্দ, মক্সিপুর। ১৬ই ডিসেম্বর, শ্রীভূপেশ দেব, দক্ষিণ শ্রীগৌরী। ১৭ই ডিসেম্বর, শ্রীআশু বর্দ্ধন, উমরপুর। ১৮ই ডিসেম্বর, শ্রীনীরোদ বরণ দাস, কাটিগড়া। ১৯শে ডিসেম্বর, শ্রীকালিকা দাস, C/o শ্রীকনক রঞ্জন দাস, কাটিগড়া। ২০শে ডিসেম্বর, শ্রীসমীরণ দত্ত, কাটিগড়া। ২১শে ডিসেম্বর, শ্রীরণেন্দ্র দেব, জগদীশপুর। ২২শে ডিসেম্বর, শ্রীপ্রমোদ দেব, গঙ্গাপুর। ২৩শে ডিসেম্বর, শ্রীরাধা কিশোর মণ্ডল, কাটিগড়া। ২৪শে ডিসেম্বর, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস, গোবিন্দপুর এম-ই-স্কুল। ২৫শে ডিসেম্বর, শ্রীবিজিত কুমার দাস, শিয়ালটেক্। ২৬শে ডিসেম্বর, শ্রীরঞ্জিত কুমার সিংহ, পলারপার। ২৭শে ডিসেম্বর, ডাঃ অঘোর বন্ধু দাসগুপ্ত, পাঁচগ্রাম। ২৮শে ডিসেম্বর, (উদয়াস্ত মহানাম সংকীর্ত্তন) শ্রীফটিক রাম দাস, উত্তর কাঞ্চনপুর। ২৯শে ডিসেম্বর, শ্রীমতী কল্পনা দাস, বদরপুর বাজার। ৩০শে ডিসেম্বর, (উদয়াস্ত মহানাম সংকীর্ত্তন) শ্রীমতী কল্পনা দাস, বদরপুর বাজার।

৩১শে ডিসেম্বর, শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দত্ত, বদরপুর রেল-কলোনী। ১লা জানুয়ারী, ১৯৮০, শ্রীদিগেন্দ্র দাস, বদরপুর কলোনী। ২রা জানুয়ারী, শ্রীকেশব সিংহ রায়, শ্রীনগর। ৩রা জানুয়ারী, শ্রীঅনন্ত মালাকার, কাটিগড়া। ৪ঠা জানুয়ারী, শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র দাস, কাটাখাল।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলন :—গত ১৬ই ডিসেম্বর, রবিবার মেহেরপুর স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর উদ্যোগে ও বদরপুর অখণ্ডমণ্ডলীর সহায়তায় চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বদরপুর হইতে আগত বিভিন্ন বক্তা চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র পাল চৌধুরী (বদরপুর) সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন,—"দেশের বা জাতির ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ একমাত্র ত্রিকালজ্ঞ যোগী ঋষিগণের পক্ষেই সম্ভব। তাই, আচার্য্য-বরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব জাতির চরিত্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন।

কুমারী মণিকা দেব (বদরপুর) নারী-জাতির চরিত্র-সাধনার দ্বারা কি ভাবে ভবিষ্যতে দেব-মানবের আবির্ভাব ঘটিতে পারে, তাহা অতি সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীধৃতি ভূষণ পাল (বদরপুর) তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে জাতি-গঠনের দ্বারা দেশের কি ভাবে কল্যাণ-সাধিত হইতে পারে, তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বলেন। তিনি বলেন,—'শিখ-গুরু নানক তাঁহার শিষ্য শিখ-সম্প্রদায়কে চরিত্র-সাধনার মন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়া এক শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। তাই, আচার্য্য

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব জাতির চরিত্র-গঠনের উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। চরিত্র-গঠনের মেরুদণ্ড সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য। তাই ত' সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রচার ও প্রসার তাঁহার আবাল্য সাধনা।"

বক্তৃতায় মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব রচিত সঙ্গীতের রেকর্ড বাজাইয়া শুনান হয়। সভা প্রায় ৩ ঘণ্টা চলে ও প্রচুর জনসমাগম হয়।

[সংবাদদাতা—শ্রীমনোরঞ্জন পুরকায়স্থ]

বাকুলা স্কুল-ডাঙ্গার (জলপাইগুড়ি) পত্র :—ভ্রাতা শ্রীরথীন্দ্র নাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—"জলপাইগুড়িতে আমরা চরিত্র-আন্দোলনের জনসভা সুরু করেছি। প্রথম ধাপে আমরা এ পর্য্যন্ত বিশটি জনসভা করেছি। দ্বিতীয় দফায় আরও বিশটি জনসভা করব। এই ভাবে আমরা মোট ষাটটি জনসভা জেলার বিভিন্ন স্থানে করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

লামডিংয়ে 'চরিত্র-গঠন-আন্দোলন :—বিগত ২১শে পৌষ রোজ রবিবার শ্রীকার্ত্তিক কুমার দাসের বাসভবনে রেকর্ড সহযোগে চরিত্র গঠন-আন্দোলন-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভা পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ কান্ত দেবনাথ (ধলপুখুরী)। উপস্থিত সজ্জন-সংখ্যা ছিল তিনশত।

[সংবাদদাতা :—শ্রীদীপক কুমার দাস]

মেদিনীপুর জেলার রত্নাজোড় গ্রামে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন :—স্থান—রত্নাজোড় হরি-মন্দির-প্রাঙ্গণ। তারিখ—১লা জানুয়ারী, ১৯৮০ ইং, বাংলা ১৬ই পৌষ, ১৩৮৬ সাল মঙ্গলবার। বিকাল ৪টা।

পরিচালক—বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীধরণী ধর মাইতি। বক্তা—ভগবানপুর থানার সর্ব্বশ্রী শশাঙ্ক শেখর ভৌমিক, এম-এ বি-টি, হিমাংশু শেখর বেরা ও ধরণী ধর মাইতি। সভার স্থিতিকাল প্রায় রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত। প্রায় ২৫০ জন ভক্তিপ্রাণ নরনারী সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৫০ জন মহিলা ছিলেন। স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্ব্বশ্রী ফণীন্দ্র নাথ বর, বাদল চন্দ্র বেরা, হরিপদ কামিলা ও হিমাংশু শেখর বেরা। উক্ত সভায় সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত রেকর্ড-সেট বাজিয়ে শোনান হয়। ধর্ম্মপ্রাণ ভ্রাতা-ভগিনীগণ সমবেত উপাসনায় যোগদান করেন। উপাসনান্তে নির্ম্মাল্য গ্রহণ ক'রে পবিত্রমনে যে যাহার বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

[সংবাদদাতা—শ্রীহিমাংশু শেখর বেরা]

গুরুদেবপুরে :—এই সমিতির জন্মকাল দুই মাসের অধিক হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণির আকাঙ্ক্ষিত চরিত্র-গঠন-আন্দোলন চরিত্র-গঠনের মাধ্যমে দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রতিমাসে রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানে নির্দ্দিষ্ট বিষয়-সূচী অবলম্বনে পরস্পরের মধ্যে আলোচনার সুযোগ দিয়া প্রথমতঃ আত্মোৎকর্ষ-বিধানে ব্রতী হইয়াছি। ২।১ জন প্রাচীন অখণ্ডের আন্তরিক প্রেরণাই আমাদের এপথে অভিগমনে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করিয়াছে। সমিতির অন্যান্য সকলেই অনখণ্ড যুব-সদস্য। শ্রীরাখাল চন্দ্র দেবনাথ অখণ্ড মহাশয়ের গুরুদেবপুরস্থ দিব্যায়ন-কুটীরে শ্রীশ্রীবাবামণির জন্মদিবস, শ্রীশ্রীসমবেত উপাসনা, সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতের রেকর্ড-সেট বাজান ও তাঁর জীবনাদর্শ আলোচনার মাধ্যমে উদ্‌যাপন করিয়াছি। পরিশেষে এ আন্দোলন বিভিন্ন মুখী ধারায় ও ধারাবাহিক ভাবে সুদীর্ঘকাল চালাইয়া যাইতে

দৃঢ়-সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি। এই প্রারম্ভিক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা প্রতিধ্বনিতে প্রচার করিয়া আমাদিগের কৃতকৃতার্থ করিতে সহায়তা করিবেন। ইতি—

[শ্রীদুর্গা চরণ রায়, সম্পাদক, চরিত্র-গঠন-অনুশীলন-সমিতি, গুরুদেবপুর, পোঃ ধর্ম্মপুর, জেলা জলপাইগুড়ি।
তারিখ—৫ই মাঘ, ১৩৮৬]

শান্তিপুরে নগর-সংকীর্ত্তন ও চরিত্র-গঠন-আন্দোলন :— গত ২৬-১-৮০ইং শনিবার শান্তিপুর অখণ্ডমণ্ডলীর উদ্যোগে শ্রীহীরালাল সাহার গৃহ হইতে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীমুকুন্দ লাল সাহার সুপরিচালনায় বিভিন্ন রাস্তায় কীর্ত্তন-পরিক্রমা করিয়া উক্ত ভ্রাতার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওঙ্কার-বিগ্রহে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। বিকাল ৪ ঘটিকায় সূত্রাগড় উচ্চ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ অখণ্ড-ভ্রাতা শ্রীবসন্ত কুমার নাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং শ্রীশ্রীবাবামণির নিজ কণ্ঠের রেকর্ড-সঙ্গীত বাজাইয়া সভার-কার্য্য আরম্ভ করা হয়। কৃষ্ণনগরের শ্রীমতী প্রমীলা গুহ চারিটী স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত তাঁহার সুললিত-কণ্ঠে পরিবেশন করেন। তবলা-সঙ্গত করেন তাঁহার স্বামী শ্রীশিবদাস গুহ এবং শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র প্রামাণিক। চরিত্র-গঠন-আন্দোলন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন নদীয়া জেলা-সংগঠনের সভাপতি শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মজুমদার ও সম্পাদক শ্রীজগদীশ চন্দ্র মজুমদার। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করেন শ্রীতপন সাহা। অনুষ্ঠান দুইটি শ্রীশ্রীবাবামণির অপার কৃপায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সর্ব্বশেষে সভাপতির ভাষণান্তে সভার-কার্য্য শেষ হয়।

[সংবাদদাতা—শ্রীরামানন্দ বর্ম্মণ, নৃসিংহপুর]

চট্টগ্রামে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভা :—(১) তারিখ ৩রা পৌষ, বুধবার, ১৩৮৬ বাংলা। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে ৺ ঈশ্বর চন্দ্র নাথ মহাশয়ের বাড়ীতে ৩রা পৌষ, বুধবার চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিকাল ২-৩০ মিনিটে এক ধর্ম্মীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বাংলাদেশ কৃষি-ব্যাঙ্কের ফটিকছড়ি শাখার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত উজ্জ্বল দাশগুপ্ত। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী মালতী দেবী ও শ্রীমৃণাল কান্তি মহাজন। দুই শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার ভ্রাতা শ্রীঅনিল বরণ নাথ একাই বহন করেন।

এই শুভ অনুষ্ঠানে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি-প্রদত্ত সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত রেকর্ড-সমূহের ভাষণ ও সঙ্গীতাদি প্রাধান্য লাভ করে। শ্রীমতী মালতী দেবী নারী-জাতির মর্য্যাদা সম্পর্কে ভাষণ দেন। শ্রীউজ্জ্বল দাশগুপ্ত তাঁহার মূল্যবান্ ভাষণে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে একটু ব্যতিক্রম-ধর্ম্মী মহামানব ব'লে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেছেন,—"আমি পৃথিবীতে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি, গতানুগতিকতা আমার পন্থা নহে।" তিনি গুরু সেজে আমাদের পূজা সংগ্রহ করিতে চাহেন না। তিনি স্বয়ং স্বাবলম্বী হ'য়ে সমস্ত কর্ম্ম নিজে সম্পন্ন ক'রে জগৎকে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদিগকেও ঈশ্বর-বিশ্বাসী হ'য়ে নির্ভয়ে জাগতিক ব্যবহারিক কর্ম্মের মাধ্যমে জগতের মঙ্গল-সাধনে আত্ম-নিয়োজিত থাকার উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন।

সভাপতি শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার তত্ত্ব-বহুল ভাষণে বলেন,—শ্রীশ্রীবাবামণির প্রদর্শিত পথই বর্ত্তমান ক্ষয়িষ্ণু মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ এবং উপায়। উপসংহারে প্রতি

ঘরে ঘরে একটি সৎ-সাহিত্যরূপী প্রতিধ্বনি সংরক্ষণের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

সন্ধ্যা ৫-১৫ মিনিটে শ্রীশ্রীবিগ্রহে অঞ্জলী প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

[সংবাদদাতা—শ্রীমিহির কান্তি শীল]

(২) চট্টগ্রাম অখণ্ডমণ্ডলী মহিলা-শাখা-আয়োজিত চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা-সম্মেলন—বিগত ৭ই পৌষ, ১৩৮৬ রবিবার। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শুভ-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তদীয় প্রবর্ত্তিত চরিত্র-গঠন-কার্য্যক্রমের আলোকে একক ভাবে মহিলাদের দ্বারা এক মহিলা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় জে, এম, সেন. হলের বিরাট প্রাঙ্গণে। ছয় শতাধিক বিশিষ্ট মহিলা সমবেত হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের প্রধানতমা শিক্ষাব্রতী চট্টগ্রাম বালিকা উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বীণা চৌধুরী এম-এ, বি-টি মহাশয়ের নেতৃত্বে।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিশিষ্টা শিক্ষাবিদ্ মিসেস্ লতিফা খাতুন বলেন,—শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের এ অপূর্ব্ব চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের কার্য্যক্রম আমাদের দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন,—মহাপুরুষ শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ প্রদর্শিত পথে চরিত্র-গঠন-কার্য্য-ক্রমকে দেশের প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিত ক'রে দেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং মা-বাবাদের এগিয়ে আসতে হবে।

সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীমতী বীণা চৌধুরী বলেন,—বর্ত্তমান যুগের জাতীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিনে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ-প্রবর্ত্তিত চরিত্র-গঠন-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

তিনি স্বরূপানন্দের প্রত্যেকটী বাণীকে এক একটা মন্ত্র ব'লে অভিহিত করেন। এসব মন্ত্রের সাধনেই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন লাভ সম্ভব। সর্ব্বশ্রীমতী মালতী চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি, এড, আরতি তালুকদার এম-এ, বি, এড, ইলা পালিত, এম-এ, বি, এড, চিত্রা সেন এম-এস্-সি, বি, এড, মিনু দাস, বি, এ, বি, এড, শক্তি দত্ত এম-এ, হাসি বিশ্বাস এম-এ, কুমারী চিন্ময়ী তালুকদার এম-এ, শ্রীমতী নিভা চৌধুরী, শ্রীমতী মণিমালা দত্ত, শোভা দাশগুপ্ত; এম-এ, বি-এড ও শিপ্রা দেবনাথ ভাষণ দান করেন।

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বকুমারী পান্না তালুকদার, সন্ধ্যা ঘোষ দস্তিদার, মৃণালিনী চক্রবর্ত্তী, নীলিমা দে, তৃপ্তি বৈদ্য, সবিতা বণিক, জবা সেন, উমা চক্রবর্ত্তী, সুবর্ণা সরকার, সুচন্দা সরকার, ঝর্ণা সরকার, বিগ্রেট সরকার, সঙ্গীতা বণিক, মলিনা দেবী, আলপনা দেবী ও শিপ্রা চৌধুরী। সম্মেলন পরিচালনার সার্ব্বিক দায়িত্বে ছিলেন নীলিমা দত্ত। এই সম্মেলনের সাফল্য চট্টগ্রামে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

[সংবাদদাতা—শ্রীনিভা চৌধুরী]

(৩) চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানার সুয়াবিল গ্রামে শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমন্ত কুমার দেবনাথ মহাশয়ের বাসভবনে বিগত ২০শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার "চরিত্র-গঠন-আন্দোলন" সম্পর্কিত আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী মালতী দেবী, সর্ব্বশ্রী মৃণাল কান্তি মহাজন, মিহির কান্তি শীল, স্বপন ভট্টাচার্য্য ও যুগল সরকার। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে "সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ" শীর্ষক রেকর্ড দ্বারা শুভ-উদ্বোধন করা হয়।

শ্রীমতী মালতী দেবী ভাষণে বলেন,—নারীর জঠরেই জাতির জন্ম। নারীর অঙ্কেই জাতি পালিত ও নারীর সেবা-যত্নেই জাতি বিকশিত ও শোভিত। তাই নারীর চরিত্র-উন্নতির মাধ্যমেই সমস্ত জাতির চরিত্রবান্ হওয়ার মহাকল্যাণ নিহিত। সভাপতি শ্রীসুরেশ চন্দ্র ভগ্নাপাত্র মহাশয় তাঁহার মূল্যবান্ ভাষণে সবাইকে সর্ব্বাগ্রে স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের চরিত্রধনে ধনী হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমন্টু বণিক, কুমারী অণিমা দেবী, কুমারী নিরলা দাস ও শ্রীউজ্জ্বল দাসগুপ্ত প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

[সংবাদদাতা—শ্রীসুনীল কুমার শীল]

(०) বিগত ১৯ ও ২০শে আশ্বিন, ১৩৮৬ বাংলা, চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত গাছবাড়ীয়া মিলন-মন্দিরে শুভ-অখণ্ডোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অখণ্ড-আদর্শ প্রচার-মূলক অনুষ্ঠান, এই অঞ্চলে ইহাই প্রথম।

সঙ্গীতানুষ্ঠানে ছিলেন সর্ব্বশ্রী পরেশ কুরী, জীবন সরকার, সন্তোষ রায়, মন্টু ভূষণ বণিক, শশাঙ্ক দাস, কুমারী সংহিতা বণিক প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। ভ্রাতা শ্রীজীবন সরকার ও শ্রীপরেশ কুরীর সুমধুর কণ্ঠের প্রাণ-মাতান স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত উপস্থিত ভক্ত-মণ্ডলীর মনে বিশেষ সাড়া জাগায়।

কবিরাজ শ্রীনিরঞ্জন ধর মহোদয়ের সভাপতিত্বে বেলা তিনটায় শুরু হয় ধর্ম্মীয় সভা।

শ্রীযুগল সরকার বলেন,—ধর্ম্ম শুধু বুড়োরাই পালন করবেন, এ কখনও হ'তে পারে না। ধর্ম্ম ছোট-বড় সকলের জন্য, তাই ছোট-বড় সকলকেই আজীবন ধর্ম্ম পালন করতে হবে।

অধ্যাপক শ্রীবটুকৃষ্ণ ধর বলেন,—আমাদের অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর নির্দ্দেশিত চরিত্র-গঠন-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই মহান্ আন্দোলন, বর্ত্তমান মানব-সভ্যতা আধ্যাত্মিক কল্যাণের সাথে সাথে সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক কল্যাণ প্রদান করবে।

চট্টগ্রাম অখণ্ডমণ্ডলীর মহিলা-শাখার সম্পাদিকা শ্রীমতী মণিবালা দত্ত বলেন,—অতীতে এই দেশে যত মহান্ প্রয়াস হয়েছে, সব গুলোতেই এদেশের মায়েরা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির সুষ্ঠু চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের মাধ্যমে মানব-সমাজে আগামীতে কত গৌরবময় দিন আসছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার তালুকদার বলেন,—সংযম এবং একমাত্র সংযমই এগিয়ে যাওয়ার শক্তি যোগাবে।

জনাব আলী ফকীর বলেন,—জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সত্যই মানব-জীবনের উৎকর্ষ-বিধানের শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

বাংলা দেশের প্রখ্যাত ধর্ম্মীয় প্রবক্তা অধ্যাপক শ্রীরঞ্জিত কুমার চক্রবর্ত্তী বলেন,—প্রকৃত মনুষ্যত্ব হচ্ছে সকল ধর্ম্মসাধনার মূলভিত্তি। তাই, ধর্ম্ম পালন করতে হ'লে আজ প্রকৃত মানুষ হ'তে হবে। সকলকে মনুষ্যত্বের মহিমায় মহিমান্বিত হতে হবে। শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের চরিত্র-গঠন-আন্দোলন প্রকৃত মানুষ গড়ার আন্দোলন। শিশু হতে বৃদ্ধ সকলকে অবশ্যই এই চরিত্র-গঠন-আন্দোলনে আজ শরীক হতে হবে।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ধর মহোদয় বলেন,—শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের আদর্শ মানবতার মহান্ আদর্শ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীসুনীল কুমার দত্ত।

প্রায় দুই সহস্রাধিক ভক্তপ্রাণ নরনারী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এই অনুষ্ঠানটী শ্রবণ করেন এবং সকলেই এঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

[সংবাদদাতা—শ্রীসুনীল দত্ত, গাছবাড়িয়া]

(৫) গত ২০ ও ২১শে পৌষ, কাশ্মিয়াইস অখণ্ডমণ্ডলীর উদ্যোগে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শুভ-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিকাল ২-৩০ মিনিট সরস্বতী বাড়ী-প্রাঙ্গণে এক বিরাট চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীব্রজেন্দ্র লাল বর্দ্ধন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিশিষ্ট সমাজ-সেবী বাবু শ্রীমণীন্দ্র লাল সরকার। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী ননী লাল দত্ত (চট্টগ্রাম শহর), সুরেন্দ্র বিজয় শর্ম্মা (রামু) শান্তিপদ মজুমদার, শোভারাণী চক্রবর্ত্তী প্রধান শিক্ষয়িত্রী পরৈমোড়া, কুমারী রঞ্জনা চক্রবর্ত্তী। স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে উপস্থিত সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখেন কুমারী বীণাপাণি চক্রবর্ত্তী (১ম বর্ষ, আই-এ ছাত্রী) রঞ্জনা চক্রবর্ত্তী, তবলা সঙ্গত করেন শ্রীরতন বণিক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মণ্ডলীর সাংগঠনিক শ্রীহৃষীকেশ মজুমদার (মহকুমা জাতীয় সঞ্চয় অফিসার)। এই অনুষ্ঠানে প্রায় দুই হাজার লোকের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। বক্তাগণ যে পর পর অনবদ্য ভাষণ দান করেন, তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে।

প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় শ্রীমণীন্দ্র লাল সরকার উপস্থিত সকলকে আত্মশোধনের জন্য উৎসাহিত করেন। শ্রীননী লাল দত্ত অখণ্ড-আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীশান্তিপদ মজুমদার বলেন,—"চরিত্র মনুষ্য জীবনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, যার অভাবে

মানুষের কোন মূল্যই থাকে না। যুবকেরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাহারা যেন শ্রীশ্রীবাবামণির অমূল্য গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করে চরিত্র-গঠনে আত্মনিয়োগ করে। এই চরিত্র-গঠন-আন্দোলনে শিক্ষক-সমাজকেও অংশ-গ্রহণে আহ্বান করেন। কুমারী রঞ্জনা চক্রবর্তী তার ভাষণে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনে কুমারী মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে বুঝাতে চেষ্টা করেন।

সভা প্রায় ৫ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এই উৎসবে প্রায় ১৫।২০টি গ্রামের লোকের সমাবেশ হয়। এতৎ অঞ্চলের সকল স্তরের মানুষের আগ্রহ বাড়িতেছে।

[সংবাদদাতা—শ্রীহৃষীকেশ মজুমদার]

(৬) পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির অপার কৃপায় এবং শ্রদ্ধেয়া সভানেত্রী শ্রীমতী অরণ্য প্রভা দেবী ও অন্যান্য কয়েক জন দিদির প্রেরণায় আমরা শুভ জন্ম-মাসের অধিবাস উপাসনা হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিনই সমবেত উপাসনা রক্ষা করার সংকল্প গ্রহণ করিয়া সারা পৌষ মাসব্যাপী সাধ্যমত সংযম প্রতিপালনের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছি। আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী যাইয়া সমবেত উপাসনা, হরিওঁ-কীর্ত্তন, স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত ও পবিত্র অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্প ছিল। কোন কোন অনুষ্ঠান রক্ষা করিতে ৩.৪ মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল। এই পবিত্র মাসে আমাদের প্রতি বাড়ীতে অনুষ্ঠান রক্ষা করিতে যাইয়া দিনে দুইটি উপাসনাও রক্ষা করিতে হইয়াছে। শুভ ১লা, ৯ই, ১৬ই ও ২৭শে পৌষ এবং ১লা মাঘ এই পাঁচটি অনুষ্ঠানে প্রচার-মূলক ভাবে আলোচনাদি ও রেকর্ডের সাহায্যে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত প্রচার করিয়াছি। অবশ্য, এই সব অনুষ্ঠানে মণ্ডলীর ভ্রাতারা

আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা দিয়াছেন। আমাদের গ্রাম্য মণ্ডলীতে এইবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যৌগিক আসন-মুদ্রা-প্রদর্শনী ও স্বরূপানন্দ-সাহিত্য হইতে আবৃত্তি দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের মনে রেখাপাতে সমর্থ হইয়াছে। ছোট ছোট শিশু ও বর্ষীয়ান্ দিদিগণ যে ভাবে ক্লেশ ও শৈত্য উপেক্ষা করিয়া সমবেত ভাবে সুশৃঙ্খলতার সহিত দূরে দূরে যাইয়া অনুষ্ঠান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে শ্রীশ্রীবাবামণির অশেষ কৃপায়ই বলিতে হয়। নতুবা আমরা গ্রাম্য ও অশিক্ষিত বা অল্প-নারী কিরূপে এই সব কাজ সম্পন্ন করিতেছি। আমাদের দ্বারা আলোকিত হইয়া বিশেষতঃ ২৮শে শ্রাবণ ও ১২ই আশ্বিনের শ্রদ্ধেয় মৃণালদার বাড়ীতে পরমারাধ্য বাবামণির অনুমোদন-ক্রমে শপথ দীক্ষানুষ্ঠানের পর পার্শ্ববর্ত্তী ধুরুঙ্গ গ্রামেও "ধুরুঙ্গ মহিলা-সমিতি" স্থাপিত হইয়া প্রতি শুক্রবার বাড়ী বাড়ী সমবেত উপাসনা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির রাতুল শ্রীচরণে আমাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম উপনীত হউক, ইহাই প্রার্থনা করি।

[সংবাদদাতৃ—কুমারী অনিমা দেবী, সহ-সম্পাদিকা]

জলপাইগুড়ির পত্র :—জলপাইগুড়ি বাকালী স্কুলডাঙ্গা হইতে শ্রীরথীন্দ্র নাথ পণ্ডিত জানাইয়াছেন যে, উক্ত জেলায় জানুয়ারী মাসের নিম্নলিখিত তারিখে একটি করিয়া চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। যথা,—

১০-১-৮০	হ্যামিলটনগঞ্জ	বৃহস্পতিবার	সময় ৩টা
১১-১-৮০	মাদারীহাট	শুক্রবার	” ”
১২-১-৮০	বাঙ্গালী বাজনা	শনিবার	” ”

১৩-১-৮০	ময়নাগুড়ি	রবিবার	সময় ৩টা
১৫-১-৮০	গুরুদেবপুর	মঙ্গলবার	" "
১৬-১-৮০	জোড়পাখড়ি	বুধবার	" "
১৭-১-৮০	হেলাপাখড়ি	বৃহস্পতিবার	" "
১৮-১-৮০	ভোলারঘাট	শুক্রবার	" "
১৯-১-৮০	ভোস্কারডাঙ্গা	শনিবার	" "
২০-১-৮০	বারঘরিয়া	রবিবার	" "
২১-১-৮০	দোমোহিনী	সোমবার	" "
২৩-১-৮০	মেটেলী	বুধবার	" "
২৪-১-৮০	নাগরাকাটা	বৃহস্পতিবার	" "
২৫-১-৮০	মাল	শুক্রবার	" "
২৬-১-৮০	লাটাগুড়ি	শনিবার	" "

অখণ্ডমতে বিবাহ :—হাজিরপাড়া (নোয়াখালী)-নিবাসী শ্রীগোপাল কৃষ্ণ নাথের পুত্র শ্রীমান্ হারাণ চন্দ্র নাথের সহিত চেওরিয়া (নোয়াখালী)-নিবাসী শ্রীবিনয় ভূষণ নাথের কন্যা শ্রীমতী ভাগনী দেবীর শুভ-বিবাহ কন্যা-দাতার বাসভবনে বিগত ২২শে মাঘ, ১৩৮৬, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ ইং তারিখে স্থানীয় ও অন্যান্য অখণ্ড-মণ্ডলীর ভ্রাতা-ভগিনীদের উপস্থিতি ও সহযোগে সমবেত উপাসনার মাধ্যমে ওঙ্কার-বিগ্রহের সমক্ষে সত্যপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। নব-দম্পতির সুখময় শান্তিময় দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করি।

[সংবাদদাতা—শ্রীবিধান চন্দ্র দেবনাথ]

অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ :-(১) ২৬শে জানুয়ারী করিমগঞ্জ লক্ষাই রোড নিবাসী জগদীশ চন্দ্র দত্তের শ্রাদ্ধ অখণ্ডমতে সম্পন্ন হয়।

(২) বিগত ২৮শে জানুয়ারী করিমগঞ্জ বেণীমাধব সিংহ লেন-নিবাসী

৬

প্রফুল্ল চন্দ্র সেনগুপ্তের পারলৌকিক ক্রিয়া অখণ্ডমতে করিমগঞ্জ বাস-ভবনে সম্পন্ন হয়। উভয়ে অত্যন্ত দরদী ভক্ত ছিলেন।

[সংবাদদাতা—শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার নাথ]

(৩) বিগত ১১ই পৌষ, ১৩৮৬ সোনাইছড়া চা-বাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত ধনবীর ছেত্রীর মাতা শ্রীমতী ফুলমতী ছেত্রী ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বিগত ২০ পৌষ, শনিবার একাদশ দিবসে রাথালবত্তী অখণ্ডমণ্ডলীর অখণ্ড-ভ্রাতা-ভগিনীদের সহযোগিতায় অখণ্ডমতে সমবেত উপাসনা দ্বারা স্বর্গীয়া ফুলমতী ছেত্রীর শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

[সংবাদদাত্রী—শ্রীমতী পুষ্প রাণী গোস্বামী]

(৪) বিগত ১৭ই পৌষ, ১৩৮৬ তারিখে অখণ্ড-ভ্রাতা শ্রীবটকৃষ্ণ দাসের মাতৃদেবী স্বর্গীয়া রাধা রাণী দেবীর পারলৌকিক শ্রাদ্ধকার্য্য অখণ্ডমতে সমবেত উপাসনা দ্বারা সিঁথি অখণ্ডমণ্ডলীর ভ্রাতা-ভগিনীদের সহযোগিতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

[সংবাদদাতা—শ্রীমনোমোহন আচার্য্য]

(৫) বিগত ১৪ই পৌষ, ১৩৮৬ বাংলাদেশে কুমিল্লা জেলার নবীপুর গ্রামের স্বনামধন্য ইষ্টনিষ্ঠ অখণ্ড-গুরুভ্রাতা অবিনাশ চন্দ্র পোদ্দার পরলোক গমন করেন। অখণ্ডমতে ১৫ই পৌষ কুমিল্লা, কান্দিরপার শ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বহু গুণগ্রাহী ভ্রাতা-ভগিনীর উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

[সংবাদদাতা—শ্রীমনোহর চন্দ্র দাস]

(৬) বিগত ১৫ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, লামডিং-নিবাসী শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীসুধীর দেব মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। অখণ্ড-প্রথায় দাহকার্য্য সমাপন করিয়াছিলেন। বিগত ২৫শে জানুয়ারী, শুক্রবার, একাদশ দিবসে দিবসে সমবেত উপাসনার মাধ্যমে অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

[সংবাদদাতা—শ্রীনিরঞ্জন শীল]

দীনের সেবায় সঁপিয়া জীবন

[ব্রহ্মচারী ভরত, অযাচক আশ্রম, বারাণসী]

ছোটবেলায় ঠাকুমার মুখে শুনিতাম, পুণ্যধাম কাশীর মাহাত্ম্য-কথা, শ্রীবৃন্দাবনের সেই ব্রজ-লীলা ও হরিদ্বারের পাবনী গঙ্গার মহিমা, তখন হইতেই মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারিত সেই দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্য ।

তাহার পর হইতেই গ্রামের বা সন্নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের পরিচিত লোক তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাদের মুখে শুনিতাম সেইসব তীর্থের মহিমার কথা। ভক্তিব্যাকুল নরনারীদের সেইসব বর্ণনা আমার মনে বড় আনন্দ যোগাইত। আর বলিতাম, আপনারা ভাগ্যবান্, তাই কত সব দেবতাদের মন্দির, কত ঋষি-মহর্ষির তপোলব্ধ স্থান দর্শন করিয়া আসিলেন। এই যে কাশীর বিশ্বনাথ, তাঁর দর্শন-স্পর্শনের জন্য কত কোটি কোটি ভক্ত, সিদ্ধ তাপস ও ঋষি-মহর্ষি আসিতেছেন। তাঁহাদের যে চিন্তা, তাঁহাদের যে সাধনা, তাঁহাদের যে তপস্যা, সব ত ঐ জায়গায় রহিয়াছে। হরিদ্বারের গঙ্গার যে অপূর্ব্ব দৃশ্য, তাহাই না সাধু মহাত্মা ও ভক্তবৃন্দকে ব্যাকুল করিয়া টানিয়া আনে; আর তাঁর পাবনী শক্তি দিয়ে সকলের পাপ-তাপ হরণ করে !

কিছুদিন হইল দীক্ষা নিয়াছি, শ্রীগুরুর লিখিত পুস্তকে তীর্থবাসের মহিমা পাঠ করিয়া তীর্থ-দর্শনের ও তীর্থবাসের আগ্রহটা আরও যেন প্রবল হইয়া উঠিল। সেই জন্য সঙ্কল্প করিলাম যে, কোন প্রকারে কষ্টে-সৃষ্টে সংসারটা চালাইয়া নিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে যাইব। এই ভাবেই অর্থসংগ্রহে ব্রতী হইলাম।

আজ মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তীর্থ-ভ্রমণের মানসে বাহির হইলাম। একটা হরিদ্বারের টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িলাম। ট্রেনে বসিয়া কেবল

মনে হইতে লাগিল, কখন গিয়া সেই পুণ্যময় হরিদ্বারে গিয়া পেঁছিব এবং গঙ্গার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিব। আর মনে হইতে লাগিল শ্রীবৃন্দাবনের কথা, ঐখানেই শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইয়াছিলেন। রাখাল বালকদের সঙ্গে কত খেলা করিয়াছিলেন। আর যমুনার তীরে কদম গাছে বসিয়া কত বংশীধ্বনি করিয়াছেন। এখনো একনিষ্ঠ ভক্তরা নূপুরের ধ্বনি ও মুরলী রব শ্রবণ করেন। আমার ভাগ্যে কি এই সকল হইবে? এই সকল কথাই কেবল মনে হইতে লাগিল, আর ট্রেনখানা হু হু শব্দ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

গাড়ীখানা কাশী ষ্টেশনে থামিতেই একটি ১০ কি ১১ বৎসরের বালক দাঁতন দাঁতন বলিয়া গাড়ীতে উঠিল। পরনে একটা হাফ-প্যান্ট, গায়ে একটা টি-সার্ট। এমন নোংরা হইয়াছে যে, কাপড়-জামার আসল রংটা যে কি ছিল, তাহাও বোঝা যায় না। একজন ভদ্রলোক ছেলেটিকে ডাকিলেন এবং ১০ পয়সায় দাঁতন নিয়া বলিলেন, 'তোর কাছে খুচরা পয়সা আছে?' ছেলেটি বলিল, 'হাঁ বাবু, আমার কাছে ৯০ পয়সা আছে। ভদ্রলোকটী ছেলেটীর নিকট হইতে ৯০ পয়সা নিয়া জানালার ধারে বসিয়া দাঁত মাজিতে লাগিলেন। ছেলেটি বলিল, বাবু টাকাটা দিন, ভদ্রলোক বলিলেন মানে, ? ছেলেটী বলিল, 'আপনি যে আমার নিকট হইতে ৯০ পয়সা ও ১০ পয়সার নিমের দাঁতন নিলেন।' ভদ্রলোক বলিলেন, 'আমি তোকে টাকাটা আগেই দিয়া দিয়াছি। ছেলেটি বলিল, 'না বাবু, আমাকে টাকা দেন নাই।' ভদ্রলোক ধমক দিয়া বলিলেন, 'ব্যাটা মিথ্যুক, তোকে আমি আগে টাকাটা দিয়া তারপরে ৯০ পয়সা নিয়াছি।' ছেলেটি বলিল, 'না বাবু, আমি টাকা পাই নাই, আপনার পকেটেই টাকা আছে, আপনি খুঁজিয়া দেখুন!' ভদ্রলোক চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, 'কৈ পকেটে টাকা।

আমি তোর হাতে দিয়াছি। পুনরায় যদি বিরক্ত করবি তবে গালে এক থাপ্পড় বসাইয়া দিব।'

এই সময়ে আরও একটি ছেলে বিস্কুট বিক্রয়ের জন্য গাড়ীর কামরায় উঠিল। তখন দাঁতন-বিক্রেতা ছেলেটি তার সব বক্তব্য বিস্কুট-বিক্রেতা ছেলেটিকে বলিল। বিস্কুট-বিক্রেতা ছেলেটি সমব্যথী হইয়া বলিল, 'চল না ভাই, একবার বলিয়া দেখি।' যাইয়া বলিল, 'বাবু, এর টাকাটা দিন।' অমনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভদ্রলোক দাঁতন-বিক্রেতা ছেলেটিকে কষে এক চড় মারিয়া জামার কলার ধরিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। ছেলেটি কাঁদিতে লাগিল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দাঁতন-বিক্রেতা ছেলেটি বলিল,—'বাবা আজ চার মাস মারা গিয়াছেন। আজ চার মাস দু বেলার মধ্যে একবেলাতেও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই। আজ দাঁতন বিক্রয় করিয়া এক টাকা হইয়াছিল। মনে কত আশা ছিল যে, আজ এক বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইব। বিধির কি বিধান, আজ বোধ হয় আর খাওয়াই জুটিবে না।' এই বলিয়া ছেলেটি শোক প্রকাশ করিতেছিল বিস্কুট-বিক্রেতা ছেলেটির কাছে। তখন বিস্কুট বিক্রেতা ছেলেটি বলিল, 'ভাই রামু, আমাদের জীবন এই রকম দুঃখের, কি করবি বল্।' আমি এখন অন্য কামরায় যাইতেছি।

গাড়ীখানা বেনারস ষ্টেশনে থামিল। একজন বেশ ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক চিৎকার করিতে লাগিলেন, 'জয় বাবা ভোলে, বাবা ভোলানাথ। তাঁর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাটকায় ষাঁড় হ্যা—গ্যাঁ, হ্যাঁ—গ্যাঁ করিয়া আগাইয়া আসিল। কি তার স্বাস্থ্য। যেমন উঁচু, তেমন মোটা, কাল কুচ্-কুচে রঙ। মনে হইতেছে যেন গা দিয়ে তেল ঝরিয়া পড়িতেছে। ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক এক টুকরি ভর্ত্তি পুরী,

মিষ্টি ষাঁড়টিকে খাইতে দিলেন। দাঁতন-বিক্রেতা রামু তৎক্ষণাৎ ট্রেন হইতে নামিয়া ষাঁড়ের খাবার হইতে কিছু খাবার নিবার চেষ্টা করিল। ষাঁড়টা ফোঁস্ করিয়া তাড়া করিবার জন্য মাথা ঝাঁকিল। ষাঁড়ের মুখ হইতে একটি পুরী দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। রামু সেই পুরীটি যেই কুড়াইতে গেল অমনি ষাঁড়টা ছুটিয়া গিয়া রামুর পেটে মারিল এক গুঁতো। শিংটা পেটে ঢুকিয়া গেল। আর এক ঝাঁকুনি দিতেই ছিটকে পড়িল রামু। উঁ-উঁ করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। দর্শকের ভীড় জমিয়া গেল। হাজার জনের হাজার প্রশ্ন, কি হইল? কেমন করিয়া হইল? কেহ বলে, ঠিক ঠিক হইয়াছে। কেহ বলে, আহারে বেচারা! কিন্তু কাহারও মনে এমন দরদ নাই যে, তাহাকে একটু সেবা দিবে। তাহার মুখে একফোঁটা জল দিবে। তখন আমার মনে পড়িল গুরুদেবের একটি গান,—

দীনের সেবায় সঁপিয়া জীবন
জনম সফল করিতে চাই,—

অমনি গাড়ী হইতে লাফ দিয়া নামিয়া রামুকে আঁকড়াইয়া ধরিলাম। ফ্লাস্কে জল ছিল, তাহার মুখে দিলাম। তালপাতার পাখার বাতাস করিতে লাগিলাম। সঙ্গে ছিল গুরুদেবের তৈরী ঔষধ, তাহা খাওয়াইয়া দিলাম। ক্ষতস্থানে আর একটি ঔষধ লাগাইয়া দিলাম। একটু পরেই রামু চোখ খুলিয়া তাকাইল। তাহার সকরুণ দৃষ্টি আমাকে তাহার আপন করিল। শাস্ত্রে আছে —যত্র জীব, তত্র শিব। তাহা হইলে রামুর মধ্যে শিব কি নাই? এই যে শত শত লোক রামুকে দেখিল কিন্তু একটি বারও ভাবিল না যে, ওর মধ্যেও সেই মঙ্গলময় শিব রহিয়াছেন, যে শিব দেখিবার জন্য, পাইবার জন্য এই

কাশীধামে আসা। রামুর মধ্যে নিশ্চয়ই সেই শিব আছেন। ওরা অন্ধ, তাই পাথরকে শিব বলিয়া পূজিতে যাইতেছে আর আসল শিবকে করিতেছে অবহেলা। পাথর তখন শিব হয়, যখন ভক্তের মনে শিবত্ব জাগরিত হয়। তখন সে ঐ প্রস্তরের শিবলিঙ্গের মধ্যে শিবকে (অর্থাৎ মঙ্গলকে) দেখিতে সমর্থ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,—"তুমি যে তোমার জীবনকে বিপন্ন করিয়া আর্ত্তের দুঃখ বিদূরণের জন্য সেবা দান করিতেছ, ইহার মূল কথা ত' ইহাই যে, তাঁহারা নারায়ণ, তাঁহারা ভগবানেরই বিভূতি। নারায়ণ-বোধটুকু না থাকিলে, তোমার দরিদ্র-সেবার মূল্য কয়টি কাণা-কড়ি? কতকগুলি চাউল, ডাইল রন্ধন করিয়া রাস্তা হইতে ভিক্ষুকদের ডাকিয়া আনিয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইলেই কি তোমার দরিদ্র-সেবা হইয়া যাইবে? যদি ঐ অন্নের সহিত তোমার অফুরন্ত প্রেম, অফুরন্ত অনুরাগ পরিবেশন করিতে না পার? সেবা যদি করিতে চাহ, নারায়ণ-বোধেই করিও।"

তখন আমার মনে হইল, এই আমার বিশ্বনাথ, এই আমার অন্নপূর্ণা, এই আমার বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ, এই আমার মদনমোহন, এই আমার বৃন্দাবনের শ্রীরাধা, এই আমার হরিদ্বারের হর কি পেড়ি, এই আমার হরিদ্বারের মনোহারিণী পাবনী গঙ্গা। এই আমার সর্ব্বদেব-দেব, পবিত্র ওঁকার, রামুর সেবাই আমার পরমেশ্বরের সেবা, এতেই আমার আনন্দ, এতেই আমার তৃপ্তি, এতেই আমার শান্তি।

——

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পুলিশকে সংশোধন কর :—নয়াদিল্লীর ৯ ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জাতীয় পুলিশ কমিশনের একটি প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে,

ইংরেজ-আমলে পুলিশেরা ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্বের দিকে তাকাইয়া অনেক অকর্ত্তব্য কাজ করিত। বর্ত্তমানে পুলিশের স্বভাব হইয়াছে, ক্ষমতাধিকারী নেতা বা শাসন-কর্ত্তাদের তুষ্ট করিবার জন্য অনেক অনুচিত কার্য্য অবহেলে করার। সরকারী কাজে অপরাধ দরকারী হইলে চাকুরীর স্থিরতার খাতিরে দুর্ব্বলচেতা লোকেরা তাহা করিতেই পারে। বড় নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা থাকিলে আগুনে হাত দিলেও পুড়িবে না, ইহা তো জানা কথা। তদবস্থায় নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য অপরাধ করিতে ভয় কি? জাতীয় কমিশন মনে করাইয়া দিয়াছেন যে, পুলিশ অপরাধ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজন, নতুবা পুলিশের ভিতর হইতে দুর্নীতি দূর হইবে না।

ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানেও রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আছেন, যাঁহারা ক্ষমতায় আসিলে পুলিশের বিবেকের উপর ছড়ি চালাইতে পারেন। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ সেই ছড়ি ঘোরানোকে গ্রাহ্য করেন না। দিল ম্যালেরিয়াওয়ালা স্থানে বদলি করিয়া, দেউক, তবু অকর্ত্তব্য করিব না, ইহা তাহাদের চরিত্রের জেদ। আমাদের দেশে প্রধানতম ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লী-গ্রামের চৌকিদার পর্য্যন্ত প্রত্যেকে এক এক জন প্রভু, অধিকাংশেই ধর্ম্ম-ধ্বজী। কিন্তু চরিত্র-বল যথেষ্ট নাই বলিয়া ইঁহারা গোপনে অপরাধ করিতে ভয় পান না। মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে যথার্থ দুর্গতি এবং প্রতিকারোপায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিবেদন লিখিলেই তো সংশোধন হইয়া যাইবে না! তথাপি জাতীয় কমিশনের কথাগুলি শুনিয়া প্রাণে শান্তি বোধ করিতেছি। সকলে মিলিয়া কথাগুলি বার বার বলুক। বারংবার বলিতে বলিতে প্রতিকারের রুচি আসিবে।

———

দুর্ব্বাদল

সংগঠন :—বর্দ্ধমান-নিবাসী শ্রীশান্তি রঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে শ্রীশ্রী-বাবামণি ১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৭ তারিখে কলিকাতা গুরুধাম হইতে লিখিলেন,—

"সংগঠন একটা সুকৌশল কর্ম্ম, যাহার মধ্যে চেষ্টার ধারাবাহিকতা ও লক্ষ্যের একতানতাকে সর্ব্বাধিক কৌলীন্য প্রদান করিতে হয়। একই উদ্দেশ্যে প্রতিদিন একই কাজ চলিবে আর কাজের মধ্যে কোনও ফাঁক, ছেদ বা বিরাম থাকিবে না। সংগঠন সম্পর্কিত এই রহস্যটুকু না জানার দরুণই ত তোমাদের অধিকাংশ চেষ্টা দুদিন পরে ঝিমাইয়া পড়ে এবং পূর্ব্বকৃত পরিশ্রমের ফলটুকু আহরণ করিবার সময় যখন একান্তই সমীপবর্ত্তী, ঠিক সেই সময়ে একেবারে হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া কুম্ভকর্ণের নিদ্রা সুরু করিয়া দাও। তোমার ক্ষেতের পাকা ফসল চোরে নিয়া যায় ত তখন, যখন সারা বছরের কঠোর শ্রমের পরে ধান পাকার সময়টাতেই আর ক্ষেতের তদ্বির করিলে না, ক্ষেত পাহারা দিলে না।"

নির্ম্মল হও, নিষ্কলঙ্ক হও :—আগরতলা-নিবাসিনী শ্রীমতী নীলিমা করকে শ্রীশ্রীবাবামণি ১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৭ তারিখে কলিকাতা গুরুধাম হইতে লিখিলেন,—

"নিজে সদ্রুচি-সম্পন্ন হওয়া আর অপরকে সদ্রুচি-সম্পন্ন হইতে সাহায্য করা, উভয়ই জগতের মঙ্গল-সাধনের জন্য সমান প্রয়োজনীয়। তোমার সৎরুচি আছে, ইহা তোমার পক্ষে গৌরব-জনক কিন্তু চতুর্দ্দিকে শত শত নরনারী যদি ইতর রুচি লইয়া বিরাজ করে, তাহা হইলে তুমি নিজেকে কত দিন সৎ রাখিতে পারিবে? চতুর্দ্দিকে

নরনারীরা যদি জঘন্য কাজে আমোদ পায় এবং হীনকার্য্যে নিজেদিগকে লিপ্ত, আসক্ত ও নিমগ্ন করিতে লজ্জা, দ্বিধা বা বাধা অনুভব না করে, তবে তাহাদের সঙ্গ করিতে করিতে তোমার পক্ষে ইতর রুচি-সম্পন্ন হইতে কতদিন লাগিবে ? তবে তোমার পক্ষে লজ্জাজনক হীনকার্য্যে ও অধঃপতন-বিধায়ক জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হইতে কত দেরী হইবে ? তোমার পরিবারস্থ মানুষগুলির, তোমার পুত্রকন্যার, পৌত্র-পৌত্রীর, দৌহিত্র-দৌহিত্রীর ভিতরে হীন রুচি ও হীন কার্য্যে লিপ্ততা আসিতে আর তাহা হইলে কত বিলম্ব ঘটিবে ? বনে সামান্য অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যেমন করিয়া ছোট ছোট শুষ্ক-পত্রকে ধরিয়া ক্রমে সমগ্র বনের মহামহীরুহকে পর্য্যন্ত দাবানলে গ্রাস করিয়া ফেলে, তোমার অবস্থা ত তাহাই হইবে। এজন্যই নিজের কল্যাণের দিকে তাকাইয়া হইলেও প্রত্যেকের এমন কাজ করিয়া যাইতে থাকা উচিত, যাহাতে প্রতিবেশীদের অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত শুদ্ধচরিত্রতা আন্দোলনের তরঙ্গমালা নিয়া অনায়াসে পৌঁছিতে পারে। * * * আমাকে যদি অবতার বলিয়া প্রচারের অধিকার আমি তোমাদের দিতাম, তবে জানিও, এমন গুরুভক্ত শিষ্য আমার সহস্রাধিক আছে, যাহারা আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া কয়েক মাসের মধ্যে সারা পৃথিবীটা কাঁপাইয়া তুলিতে পারিত বা পারে। জীবনের ঘটনাবলি দিয়া যদি সেই অবতারত্বের দাবীকে সমর্থন করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে আমার জীবনে এমন সহস্রাধিক ঘটনা আছে, যাহা নিদারুণ বিস্ময়ের কারণ হইলেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু অবতার আমি হইতে চাহি না, আমি তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে পরমেশ্বরের অবতারত্বকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহি। * * * নিজ জীবনের গূঢ় গোপন

কাহিনী প্রচার করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন আমার কাম্য নহে। তোমাদের প্রতি জনের জীবনের শুভ্র-সুন্দর শুচিশুদ্ধ, মধুম্রক্ষিত, প্রেমময় জীবনের ছোট-বড় ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া জগতে আমার বিশেষত্ব স্মরণীয় হইলে হউক গিয়া। এই জন্যই আমি চাহি, তোমরা প্রতিজনে নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক হও এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ প্রতিবেশীদের ভিতরে নির্ম্মলতা ও নিষ্কলঙ্কতা লাভের আগ্রহকে দেদীপ্যমান কর।"

জনকল্যাণ-প্রয়াসে স্বাবলম্বন :—নরসিংগড় (ত্রিপুরা)-নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র তলাপাত্রকে শ্রীশ্রীবাবামণি ১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৭ তারিখে কলিকাতা গুরুধাম হইতে লিখিলেন,—

"আমার যাবতীয় কর্ম্ম-প্রয়াসের মধ্যে দানের প্রত্যাশা এই জন্যই অনুপস্থিত যে, আমি প্রত্যেকটী জনকল্যাণ-প্রয়াসকে পূর্ণ স্বাবলম্বনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। গুরু-গোবিন্দ শুধু ধর্ম্মই দেন নাই, শিষ্যদিগকে অন্নার্জ্জনের রাস্তাও দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই পথ প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়ের পথ। হজরৎ মহম্মদ শিষ্যদিগকে ধর্ম্মদানের সঙ্গে সঙ্গে পেশা দিতে পারিয়াছিলেন, সেই পেশা যোদ্ধার পেশা। ধর্ম্ম-প্রচার যদি মানুষের স্বতঃপ্রদত্ত দানের ভরসায় চলে, তবে গরীব সৎ মানুষদের দানে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ন্যায় বহু বৎসরে প্রচারিত প্রসারিত হয় অথবা রাজানুকূল্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় ব্যাপক প্রসার পায়। কিন্তু রাজানুকূল্য কমিয়া যাইবার পরে ঐ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম শুধু কুমারিল আর শঙ্করের যুক্তির জোয়ারে ভাসিয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অবিরাম উৎপীড়ন সহিতে সহিতেও নিশ্চিহ্ন না হইয়া যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম রাষ্ট্রশক্তি দখল করিল, তখন সে দেশে দেশে দুর্জ্জয় হইল

এবং খ্রীষ্টিয়ান্ প্রচারক ও সাধকদের ত্যাগ তথা সেবা ছাড়াও রাষ্ট্রনৈতিক কূটজালে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি সাধন ও বিলোপীকরণের মহিমায় তাহা বিশ্বব্যাপী হইল। দেখ, ধর্ম্ম-প্রচারের ন্যায় সৎকাজেও অর্থনীতির শক্তি কত, মহিমা কত। জনকল্যাণ-সাধনী চেষ্টাকে যদি অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারি এবং সেই স্বাচ্ছল্য যদি স্বাবলম্বনের ফল না হয়, তবে জানিবে, আমার সমগ্র জীবনের কৃচ্ছ্র-সাধনা নির্জ্জলা মিথ্যা কল্পনা। * * * মানুষের জীবন হইতে যাহাতে ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ ঘটিতে পারে, তাহারই জন্য আমি শ্রম করিয়া যাইতেছি। সুতরাং এ প্রত্যাশা আমার অন্যায় নহে যে, একা আমারই বাহু দুইটী কাজ করিতে করিতে ক্ষয়িত হইয়া লুপ্ত হইবে না, তোমরাও আমার বাহু হইবে।"

১৩৮৬ সালে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-প্রবর্ত্তিত

সমবেত অখণ্ডউপাসনার বিশেষ বিশেষ তারিখ।

১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ, মঙ্গলবার (রামনবমী) প্রাতে ৮টায়।

১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ, সোমবার (পূর্ণিমা) সন্ধ্যা ৭টা।

২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল শুক্রবার (গুড্ ফ্রাইডে) সন্ধ্যা ৭টা।

৩০ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল, রবিবার (মহাবিষুব সংক্রান্তি) প্রাতে ৮টা

প্রতিধ্বনি ১৩৮৭ সনের

বার্ষিক চাঁদা ১০৲ টাকা পাঠাইতে আর দেরী করিবেন না। আর মাত্র একটী মাস বাকী। বৈশাখ-সংখ্যা ছাপা সুরু হইল; তার পূর্ব্বেই আপনার অঞ্চলের গ্রাহকদের টাকা আমাদের হাতে পৌছিলে সকলের নাম-ঠিকানা আমরা নির্ভুল ভাবে ছাপাইয়া রাখিবার সময় পাইতাম এবং বৈশাখ-সংখ্যা কত ছাপাইব, সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। অদ্য পর্য্যন্ত মাত্র চারি হাজার গ্রাহকের টাকা আমরা পাইয়াছি। বৈশাখ সংখ্যা সময়মত পাইতে টাকা তাড়াতাড়ি পাঠান।

ঔষধ, পুস্তক ও প্রতিধ্বনির টাকা পাঠাইতে ব্যাঙ্ক D/D "AYACHAK ASHRAMA" নামে করিবেন। অন্য কোন নামে নহে। D/D A/C Payee করিবেন না। ঔষধের, পুস্তকের লিষ্ট বা প্রতিধ্বনির গ্রাহক-লিষ্ট-ও (Duplicate) D/Dর সঙ্গে একই রেজিষ্টার্ড পত্রে পাঠাইবেন। মানি অর্ডার-কুপনে (অর্থাৎ মানিঅর্ডার ফর্ম্মের সর্ব্বনিম্ন অংশে, যাহা টাকার সঙ্গে পিয়ন ছিঁড়িয়া দিয়া যান) প্রেরকের নাম-ঠিকানা এবং কি বাবদ টাকা পাঠাইলেন অবশ্যই লিখিবেন। একই কুপনে যে কয়জন গ্রাহকের নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লেখা সম্ভব, প্রতিধ্বনির তত জনের টাকা একই ফর্ম্মে পাঠাইবেন। টাকা ও নাম-ঠিকানা এক সঙ্গে পাওয়া দরকার। যাহারা "অখণ্ড" তাহাদের নামের শেষে "A" অক্ষর লিখিবেন।

প্রণামী ও মালটিভারসিটির টাকা কেহ ঔষধ, পুস্তক ও প্রতিধ্বনির টাকার সঙ্গে একই মানিঅর্ডারে বা D/Dতে বা অযাচক আশ্রমের নামে পাঠাইবেন না। প্রণামী ও মালটিভারসিটির টাকা পাঠাইতে হইবে "Swami Swarupananda Paramhansa" নামে, একমাত্র বারাণসী ঠিকানায় পাঠাইবেন। ইতি—১০-৩-৮০

বিনীত

কর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রতিধ্বনি

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১

কলিকাতায় স্বরূপানন্দ-গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। গুরুধাম, পি ২৩৮, সি আই, টি, রোড, কাঁকুরগাছি, কলিকাতা-৭০০০৫৪। (গুরুধামে ঔষধ পাইবেন)

২। সর্ব্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশন।

৩। দক্ষিণেশ্বর বুক ষ্টল, কালীবাড়ী, ভিতর-প্রাঙ্গণ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৩৫।

৪। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট কলিকাতা-৭৩

ডাকযোগে অযাচক আশ্রমের ঔষধ বা পুস্তক নিতে হইলে কেবলমাত্র অযাচক আশ্রম, ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১ হইতে নিতে হইবে। ডাক-পার্শেলে নেওয়ার জন্য কেহ গুরুধাম বা এজেন্টেদের নিকট পুস্তক বা ঔষধের অর্ডার বা টাকা পাঠাইবেন না।

অযাচক আশ্রমের দ্বারা প্রস্তুত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মূল্য-তালিকা

Central Sale Tax No. VN-8199-d/27-10-75

U.P. Sale Tax No. VN-12823-d/25-10-75

বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট	৮৲	অযাচক সালসা	৭৲
অমৃতারিষ্ট	৬৲	অশোকারিষ্ট	৭৲
বৃহৎ দশমূলারিষ্ট	১৫৲	কনকাসব	৬৲
বলারিষ্ট	১০৲	লোহাসব	৬৲
পত্রাঙ্গাসব	১০৲	রোহিতকারিষ্ট	৬
বিন্দুবন্ধু	৮৲	সারস্বতারিষ্ট	৮

চন্দনাসব	৬৲	পর্ণপত্রী ছোট ৮৭ গ্রাম	৪৲
কুটজারিষ্ট	৬৲	পর্ণপত্রী বড় ১৭৪ গ্রাম	৭'৫০
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট	৮৲	মৃত্যুরাজ রসায়ন ৪৮ গ্রাম	২৫৲
সারিবাদ্যরিষ্ট	৬৲	ব্রহ্মচর্য্য-বান্ধব ৪৮ গ্রাম	২৫৲
চ্যবনপ্রাশ ছোট ১৪৪ গ্রাম	৭৲	কান্তাবটিকা ৩০ বটিকা	৫৲
চ্যবনপ্রাশ বড় ২৮৮ গ্রাম	১৩'৫০	অযাচক ননী ২২ মিঃ লিঃ	৪০
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ১০০ মিঃলিঃ	১০৲	চন্দ্রামৃত রস ৭ মাত্রা	৩
নেত্র দীপ্তি	৩৲	চন্দ্রাংশু রস ২৪ মাত্রা	৮৲
কীটহারী-বটিকা ৭ মাত্রা	১'৫০	বিশুদ্ধ মধু বড় ১২৫ গ্রাম	৪
মৃত্যুঞ্জয় রস ৭ মাত্রা	১'৫০	বিশুদ্ধ মধু ছোট ৬০ গ্রাম	২'২৫
রামবাণ রস ৭ মাত্রা	১'৫০	শুভ্র-পর্পটী ২১ গ্রাম	২'৫০
মকরধ্বজ (১১'৬৬ গ্রাম)	৬০৲	ভুবনেশ্বর বটিকা (৩০)	৫৲
৭ মাত্রার প্যাকেট		বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ৭ মাত্রা	৭৲
৭২৯ মিলিগ্রাম	৪৲	সিতোপলাদি চূর্ণ ৪৮ গ্রাম	১২৲
পার্থাদ্যরিষ্ট	৭৲	শূলহরণ যোগ ৩০ বটিকা	৬
জীরকাদ্যরিষ্ট	৬৲	শূলশঙ্কর ছোট ৮৭ গ্রাম	৭৲
উজ্জ্বলা বা অযাচক দন্তধাবন	২'৫০	শূলশঙ্কর বড় ১৭৪ গ্রাম	১৩'৫০
অরবিন্দাসব	৬৲	অভয়ারিষ্ট	৮৲

ঔষধের পূর্ণমূল্য অগ্রিম পাঠাইলেই ডাকব্যয় ও অন্যান্য খরচ ভিঃ পিঃ করিয়া ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, অন্যথায় নহে। আসব-অরিষ্ট জলীয় জাতীয় ঔষধ ডাক-পার্শেলে পাঠাইবার জন্য অর্ডার দিবেন না। ডাকে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১

Statement about ownership and other particulars about Newspaper
(PRATIDHWANI) Bengali. Monthly.
FORM IV, [See Rule 8]

Place of Publication	Varanasi, U. P.
Periodicity of its publication	Monthly
Printer's Name	Snehamay Brahmachary
Nationality	Indian
Address	Ayachak Ashrama, D 46/19A, Swarupananda Street, Varanasi, U. P.
4. Publisher's Name	Snehamay Brahmachary
Nationality	Indian
Address	As above
5. Editor's Name	Brahmacharini Sadhana Devi
Nationality	Indian
Address	Ayachak Ashrama, D 46/19A, Swarupananda Street, Varanasi, U.P.
6, **Names and addresses** of individuals **who own the newspaper**	Ayachak Ashrama and Swarupananda Philanthropic Trust (Regd.) D 46/19A, Swarupananda Street, Varanasi, U. P.

I, Snehamay Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated the 7th. Feb. 1980.

Signature of Publisher
Snehamay Brahmachary

বুঝা যায় নাই যে, বহিটা এত সমাদৃত হইবে। তাই,

ব্রহ্মচারী অসীম প্রণীত

"বাবামণির শ্রীচরণসঙ্গে"

মাত্র এক হাজার ছাপান হইয়াছিল। পুস্তক দপ্তরী বাড়ী হইতে গুরুধাম আসিবার সাতদিন মধ্যে একখান অবধি পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে। কেহ টাকাকড়ি এখন পাঠাইবেন না। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়া গেলে প্রতিধ্বনি মারফৎ সংবাদ জানাইব।

নিবেদক

স্নেহময় ব্রহ্মচারী, অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

Printed and Published by Snehamay Brahmachary at the Ayachak Ashrama Printing Works, D46/19B, Swarupananda Street (Behind Luxa Police Chowki) Varanasi and edited by Brahmacharini Sadhana Devi from the same address.

PRATIDHWANI Regd. No.L—RN/7 CHAITRA
MARCH 1980 1386 B.S.
LICENCE No. 1
Licensed to Post Without Prepayment of Postage
[Registered with the Registrar of Newspapers
for India under No. 2364/57
প্রতিধ্বনির ধর্ম্মার্থ শুল্ক বার্ষিক দশ টাকা, ষাণ্মাসিক ছয় টাকা।